ত্বাহারাতের মাসায়েল

মূলঃ

মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী

প্রকাশনায়ঃ

রিয়াদ মাকতাবা বাইতুস্সালাম

3

كتاب الطهاره

(باللغة البنغالية)

تاليف

محمد اقبال كيلانى

ترجمه

محمد هارون عزيزى ندوى

مكتبة بيت السلام الرياض

https://archive.org/details/@salim_molla

كتاب الطهارة باللغة البنغالية

ত্বাহারাতের মাসায়েল

প্রণেতা
মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী

অনুবাদ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী

মাকতাবা বায়তুস্‌সালাম, রিয়াদ।

© محمد اقبال كيلاني ، ١٤٣٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلانى ،محمد إقبال
كتاب الطهارة:تفهيم السنة ٣ باللغة البنغالية
/محمد إقبال كيلانى - ط٣
الرياض، ١٤٣٣هـ
ردمك : ٤-٩٧٨-٠٩٧٨- ١-٠١-٣-٦٠٣-٩٧٨
١-الطهارة (فقه اسلامى) أ العنوان

ديوي ٢٥٢,١ ١٤٣٣/ ٨٦٥٣

رقم الإيداع: ١٤٣٣/٨٦٥٣
ردمك : ٤-٩٧٨-٠٩٧٨- ١-٠١-٣-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 فاكس : 4385991
4381155

موبائل: 0542666646-0505440147

فهرس الموضوعات

সূচীপত্র

প্রশংসনীয় পদক্ষেপ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين، اما بعد)

যখন ইসলামের দাওয়াত শুরু হয়, তখন এ দাওয়তের প্রতি বিশ্বাসীদের সামনে শুধু একটি রাস্তাই খোলা ছিল যে, এ পথের আহবায়ক মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যে দিক নির্দেশনা আসে, তা গ্রহণ করা । আর যা থেকে তিনি বাধা দেন, তা থেকে বিরত থাকা। এ দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকল ,তখন এ মূল নীতিটি বারংবার বিভিন্ন ভাবে লোকদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

(ياايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم)

অর্থ ঃ " হে ঈমানদার গণ তোমরা আল্লাহ্র অনুসরণ কর এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর। তোমরা তোমাদের আমল সমূহকে বিনষ্ট কর না" (সূরা মোহাম্মদ - ৩৩)

যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মত এ মূল নীতির উপর অটল ছিল, ততক্ষ কল্যাণ ও মুক্তি তাদের পদ লেহান করেছে। কিন্তু যখন উম্মতের মধ্যে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন দার্শনিকদের বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে, যারা আক্বীদা,বিধি-বিধান, মূল নীতি ও শাখা নীতিকে তাদের নিজস্ব দর্শনের আলোকে মেপে, উম্মতের মাঝে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছে। ফলে এর রেজাল্ট এদাড়াল যে উম্মত পশ্চাদ মুখী হতে লাগল। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) এর অত্যন্ত উপযুক্ত সমাধান পেশ করেছেন এবলে যে,

(لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها)

পূর্ববর্তী উম্মতগণ যে মতালম্ভনে বিশুদ্ধ হয়েছিল, তা ব্যতিরেকে পরবর্তীগণ কখনো বিশুদ্ধ হতে পারে না ।অর্থাৎ নিরংকুশ কিতাব ওসুন্নাতের অনুসরণ। দুঃখ্য জনক হল এই যে, উম্মতকে দর্শনের ঐ বিষ বাস্প আজও গ্রাস করে রেখেছে, আর তারা এর অনুসরণে পশ্চাদ মুখী হচ্ছে। এরও সামাধান ঐ কথাই যা ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলে গেছেন।

আনন্দের বিষয় হল এই যে, কিং সউদ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইকবাল কীলানী একজন উচুমানের ইসলামী চিন্তাবিদ। শুরু থেকেই তিনি দ্বীনি সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে, তার ছায়া তলে কাজ করেছেন। এর ফলে তার মধ্যে এ চিন্তা জেগেছে যে, উম্মতের সংশোধনের মূল কাজ এই যে, তাদেরকে নিরংকুশ কিতাব ও সুন্নাতের শিক্ষার সাথে জড়ানো, যাতে করে তারা বিভিন্ন মুখী দর্শন ও চিন্তা-চেতনায় জড়িয়ে না পড়ে। তাই তিনি এ কাজে আন্‌জম দিতে গিয়ে ঐ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের নিত্য দিনের প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের সাথে সম্পৃক্ত, মাসলা মাসায়েল এক মাত্র কিতাব ও সুন্নাত থেকে সংগ্রহ ও সাজাতে শুরু করে ছেন। তাই দেখতে দেখতেই তিনি বেশ কিছু কিতাব প্রস্তুত করেছেন।যা যুবক ও হেদায়েত কামীদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীনি কোর্স। লিখক তাফহিমুস্‌সুন্নায় মাসলা মাসায়েল ও বিধি-দিধানের পর্যালোচনা ও তার সমাধান কল্পে যে পদ্ধতি অবলম্ভন করেছেন, নিঃস্বন্দেহে এটি একক পদ্ধতি, যাতে কোন মতভেদের গুন্‌জায়েস নেই এবং এটা বিলকুল নির্ভুল পদ্ধতি। হয়তবা কোন কোন মাসলা মাসায়েলের বিশ্লেষনে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে, তার দৃষ্টি ভঙ্গি শুধু একটি বর্ণনার উপরই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনি ভাবে তিনি যে রেজাল্ট গ্রহণ করেছেন তাতেও মতভেদ করা যেতে পারে। কিন্ত তার পদ্ধতির নির্ভুলতা এবং সংসয় মুক্ততাতে কোন মতভেদ ও স্বন্দেহ নেই। তাই তার কিতাব সমূহ থেকে মোটামুটি পূর্ণ আত্মতৃপ্তী নিয়ে উপকৃত হওয়া যেতে পারে এবং এর উপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ও হওয়া যেতে পারে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে মাওলানা কীলানীর লিখনীসমূহ থেকে যুবকদের একটি দল হেদায়েতের সন্ধান পেয়েছে, আর তারা সুন্নাতে রাসূলের বর্ণনাময় এ কিতাব সমূহ পেয়ে বর্ণনাতীত আত্মতৃপ্তী এবং আনন্দ লাভ করেছে। আল্লাহ্‌ তাদের এ আনন্দকে কিয়ামতের দিনও কায়েম ও স্থায়ী রাখে, আর লিখক ও উপকৃতদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক।

সফীউররহমান মোবারক পুরী
২০শে সফর ১৪২১ হি ঃ

হাদীসের পরিভাষাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

হাদীসঃ মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায়, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন ও তাঁর অবস্থার বিবরণ।

মারফুঃ কোন সাহাবী রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম নিয়ে হাদীস বর্ণনা করলে তাকে হাদীসে 'মারফু' বলে।

মাওকুফঃ কোন সাহাবী রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম নেয়া ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করলে কিংবা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করলে তাকে হাদীসে 'মাওকুফ' বলে।

আহাদঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীসের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'আহাদ' বলে। আহাদ তিন প্রকার। যথাঃ মাশহুর, আযীয, গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়।

আযীযঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে দু'য়ে দাঁড়ায়।

গরীবঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাক্বুলঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাক্বুল' বলে। হাদীসে মাক্বুল দুই প্রকার। যথা, সহীহ ও হাসান।

সহীহঃ যে হাদীস ধারাবাহিকভাবে সঠিক সংরক্ষন দ্বারা নির্ভরযোগ্য সনদে (সুত্র) বর্ণিত আছে এবং যাতে বিরল ও ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী নেই, তাকে 'সহীহ' বলে।

হাসানঃ হাদীসে সহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই হাদীসকে 'হাসান' বলে।

সহীহ হাদীসের স্তরসমূহ

সহীহ হাদীসের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীসকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস বুখারী মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস শুধু ইমাম মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীসকে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস সহীহ মনে করেন।

গায়রে মাক্ববুল তথা যয়ীফঃ যে হাদীসে সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীসে 'যয়ীফ' বলে।

মুআ'ল্লাকঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায়, তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনক্বাতিঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে, তাকে 'মুনক্বাতি' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেয়ীর পরে সাহাবীর নাম নেই, তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দ্বালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে মু'দ্বাল বলে।

মাওযুঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওযু' বলে।

মাতরুকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরুক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসেক, বেদাতপন্থী ইত্যাদি সেই হাদীসকে 'মুনকার' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

আস্‌সিত্তাহঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজা এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'কুতুবে সিত্তা' বলে।

জামিঃ যে হাদীসগ্রন্থে ইসলাম সম্পর্কীয় সকল বিষয় যথাঃ আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম, তাফসীর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদির বর্ণনা থাকে তাকে 'জামি' বলা হয়। যেমনঃ 'জামি তিরমিযী'।

সুনানঃ যে হাদীসগ্রন্থে শুধু শরীয়তের হুকুম আহকাম সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করা হয়, তাকে 'সুনান' বলা হয়। যেমনঃ সুনানু আবুদাউদ।

মুস্‌নাদঃ যে হাদীসগ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয় তাকে 'মুসনাদ' বলা হয়। যেমনঃ মুসনাদু ইমাম আহমদ।

মুস্‌তাখরাজঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন এক কিতাবের হাদীসসমূহ অন্যসূত্রে বর্ণনা করা হয়, তাকে 'মুস্তাখরাজ' বলা হয়। যেমনঃ মুস্তাখরাজুল ইসমাঈলী আলাল বুখারী।

মুস্‌তাদরাকঃ যে হাদীসগ্রন্থে কোন মুহাদ্দিসের অনুসৃত শর্ত মোতাবেক সে সব হাদীস একত্রিত করা হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বাদ পড়ে গেছে, তাকে 'মুসতাদরাক' বলা হয়। যেমনঃ মুসতাদরাকে হাকেম।

আরবায়ীনঃ যে হাদীসগ্রন্থে চল্লিশটি হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। যেমনঃ আরবায়ীনে নববী।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের আরয

সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মানব জাতির শিক্ষক ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর এবং তাঁর পরিবার ও ছাহাবীগণের উপরও।

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার উপর খুব বেশী গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন নিজেও পবিত্র এবং তাঁর জান্নাতও পবিত্রস্থান। অতএব তাঁর এই পবিত্রস্থানের উপযোগী হবেন শুধু তারাই, যারা ভিতর-বাইর উভয় দিক দিয়ে নিজেকে পবিত্র করতে সক্ষম হয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ তাআ'লা বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।(সুরা বাকারাঃ ২২২)

সৌদি আরব, রিয়াদে অবস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী সাহেব কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের আলোকে 'কিতাবুত ত্বাহারাত' নামে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে ত্বাহারাতের ফযীলত ও গুরুত্ব, পানির মাসায়েল, পায়খানা-প্রস্রাবের শিষ্টাচার জনাবত, হায়েয, নেফাস ও ইস্তেহাযার মাসায়েল, ওযু গোসল ও তায়াম্মুমের মাসায়েল ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে। এছাড়া পুস্তকের প্রারম্ভে ত্বাহারাতের তাৎপর্য ও মর্যাদা এবং ত্বাহারাত সম্পর্কে ইসলাম ও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যুগ করে পুস্তকটির গুরুত্ব ও উপকারিতাকে অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ত্বাহারাত তথা পবিত্রতার বিষয়ে পুস্তকটি শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ সবার জন্যে সমানভাবে উপকারী ও সহায়ক হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে 'কিতাবুত ত্বাহাাত' বাংলা ভাষায় অনুদিত হল। আশা করি, বাংলা ভাষাভাষী পাঠক পাঠিকাগণ এই পুস্তকের মাধ্যমে ত্বাহারাত তথা পবিত্রতার সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা পেতে সক্ষম হবেন, ইন্‌শাআল্লাহ।

বাহরাইনে অবস্থানরত অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহান সাহেব পুস্তকটির অনুবাদের সময়, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজন এবং পুস্তকে উল্লেখিত হাদীসসমূহের তাহকীক তথা শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই বাঁছাই করার জন্য গভীর প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অর্থায়নের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে এবং তাঁর পরিবার পরিজনকে উত্তম বদলা দান করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তাআ'লার দরবারে প্রার্থনা করি যেন পুস্তকটিকে লেখক, অনুবাদক, পাঠক, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আর্থিক সহযোগী, প্রচারকারী ও আমলকারী সকলের জন্য দুনিয়াতে মঙ্গল ও আখেরাতে নাজাতের উসীলা করুন। আমীন।

বিনীত
কুরআন ও সুন্নাহের খাদেমঃ
মুহাম্মদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব মসজিদ আলী
পোষ্ট বক্স নং ১২৮, মানামা, বাহরাইন।
ফোন নং ঃ ৯৮০৫৯২৬, ৭১৬০৯৫।

বাহরাইন
১২/২/১৪২৫ হিজরী
২/৪/২০০৪ ইংরেজী

লেখকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ !

‘কিতাবুত ত্বাহারাতে’র মাসায়েল দু’দিক দিয়ে খুব গুরুত্বের দাবীদার।

(১) অন্যান্য ধর্মের তুলনায় পবিত্রতার ইসলামী ধ্যান ধারণা।
(২) পবিত্রতার কতিপয় মাসায়েল নিয়ে হাদীস অস্বীকারকারীদের ফিতনা।

আমরা এখানে উল্লেখিত উভয় দিক নিয়ে যথাক্রমে বিস্তারিত আলোচনা করব, ইন্‌শা আল্লাহ।

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় পবিত্রতার ইসলামী ধ্যান ধারণা ঃ

দ্বীনে ইসলামের সর্বপ্রথম পাঠ হল পবিত্রতার পাঠ। মুহাদ্দিস ও ইমামগণ সব সময় হাদীস বা ফিক্বহের কিতাবসমূহ শুরু করেছেন পবিত্রতার মাসায়েল দিয়ে। যখন কোন অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়, তখন সর্ব প্রথম তাকে গোসল করে পবিত্র হতে হয় অতঃপর কালিমা শাহাদাত পড়ে মুসলমান হতে হয়।

ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুকন ছালাতের জন্য রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীরের পবিত্রতা, পোষাকের পবিত্রতা এবং স্থানের পবিত্রতাকে মৌলিক শর্ত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে ওযু করার বিধান, ওযু অবস্থায় থাকলে পুনরায় ওযু করার উৎসাহ প্রদান, প্রত্যেক ওযুর সাথে মিসওয়াকের উৎসাহ প্রদান, বাতকর্ম হলে ওযু করার আদেশ এবং ঠেস দিয়ে ঘুমালে ওযুর আদেশ ইত্যাদি সব বিধান শুধু যে প্রত্যেকটি মুসলিমকে পবিত্রতা সম্পর্কে সচেতন করে পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকায় অভ্যস্থ করে তুলে তা নয়, বরং প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে পবিত্রতার এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করে যে, মুসলমানেরা সর্বাবস্থা অপেক্ষা পাক-পবিত্র থাকা অবস্থায় স্ব স্ব শরীর ও আত্মাকে অতুলনীয় ও সর্বোত্তম মনে করে। যদি পানি পাওয়া না যায়, তাহলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার অনুমতি দিয়ে মানষিক ভাবে পাক পবিত্রতার সেই ধ্যান ধারণাকে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে, যা আল্লাহর কাছে উপস্থিতির জন্য জরুরী। আল্লাহ তাআ’লা কুরআন মজীদে প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে ওযু করা অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালভাবে ধোয়া এবং পরিস্কার করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআ’লা তোমাদেরকে পবিত্র ও পরিস্কার রাখতে চান, যার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। আল্লাহ তাআ’লা বলেছেনঃ

﴿ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ ﴾(6:5)

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না, কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (মায়েদাঃ ৬)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মদীনা শরীফের নিকটবর্তী গ্রাম 'কুবা'র লোকজন ছালাতের জন্য পবিত্রতাকে খুব গুরুত্ব দিতেন। ফলে আল্লাহ তাআ'লা কুরআন মজীদে তাদের প্রশংসা করেছেন এভাবেঃ-

﴿ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ۝ ﴾(108:9)

অর্থাৎ, *সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের* ভালবাসেন। (সূরা তাওবাহঃ ১০৮)।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন দ্বিতীয় বার ওহী নাযিল হল, তখন তাঁকে নবুওয়াতের দায়িত্বভার আদায়ের জন্য যে সকল উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটি ছিল ঃ

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ ﴾(5-4:74)

অর্থাৎ, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দুরে থাকুন। (আল-মুদ্দাস্‌সিরঃ ৪,৫)

মোট কথা, ইসলামের অধিকাংশ ইবাদত পবিত্রতার উপর সীমাবদ্ধ। আত্মার পবিত্রতা বরং শরীর ও পোষাকের পবিত্রতা উভয়ই আবশ্যকীয়। তাই রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু যে, নিজকে উম্মতের সামনে পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছিলেন তা নয়, বরং উম্মতকে ও পাক-পবিত্রতার উত্তম মাপকাঠি দিয়ে গেছেন। জনৈক ছাহাবী এলোমেলো চুল নিয়ে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হল। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তা অপছন্দ হল, ফলে তিনি তাকে চুল সাজিয়ে রাখার আদেশ দিলেন, যখন সে দ্বিতীয় বার আসল, তখন বললেনঃ 'চুলকে এলোমেলো করে রাখা শয়তানের কাজ। আর একজন ছাহাবী ফাটা, পুরাতন ও ময়লা কাপড় পরে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কি কোন ধন সম্পদ নেই ? তিনি বললেন ঃ অনেক সম্পদ আছে, উট, ঘোড়া, ছাগল বরং দাস-দাসী সবই আছে। রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তোমার চলা ফেরায় আল্লাহর নেয়ামতের প্রকাশ পাওয়া দরকার।

রাসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব প্রদান করতেন যে, সফরেও মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ যথা, তৈল, চিরুনী, সুরমা, কাঁচি, মিসওয়াক ও আয়না ইত্যাদি সাথে সাথে রাখতেন। মুখমন্ডল এবং দাঁতের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য নিমের মিসওয়াক বেশী বেশী ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করা তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুম থেকে উঠতেন তখন প্রথমে মিসওয়াক করতেন, যখন বাহির থেকে ঘরে প্রবেশ করতেন তখনও প্রথমে মিসওয়াক করতেন, এমনকি পবিত্র জীবনের শেষ কাজটুকুও ছিল মিসওয়াক করা।([১]) এটি হল, ইসলাম মানুষদেরকে পবিত্রতার যে শিক্ষা দান করেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান।

এবার পবিত্রতার বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমা জাতি তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বর্তমান ও অতীতের উপর একটু নজর দেয়া যাক। যাদের সভ্যতার হাঁক ডাক বর্তমানে আসমান ছুঁইতে বসেছে, যাদের সমাজের বাহ্যিক চমৎকারিত্য দেখে আমাদের দেশের অনেক নারী পুরুষ তাদের দিকে বড় লোভনীয় দৃষ্টিতে দেখেন।

মাওলানা যফর আলী মরহুম ডক্টর ড্রিপার (১৮৮২ ইং) এর একটি বইয়ের উর্দুভাষায় অনুবাদ করেছেন। বইটির নাম ছিল 'মা'রাকায়ে মাযহাব ও সাইন্স' তথা ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব। সেই বই থেকে দু'একটি উদ্বৃতি এখানে উপস্থাপন করলাম।

১. মধ্যযুগে ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা মরুভুমি এবং গভীর জঙ্গল ছিল। জায়গায় জায়গায় ছিল অনেক কাদামাটির দলদল এবং পঁচা জলাশয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কোন নিয়ম ছিল না। অপরিস্কার পানি বের করার জন্য নালা বা অন্য কোন ব্যবস্থাও চালু ছিল না। জনসাধারণ বছর বছর ধরে একই পোষাক পরিধান করত, যা কখনো ধুয়ে পরিস্কার করত না। ফলে তা মলিন দুর্গন্ধ হয়ে যেত। গোসল করা তাদের কাছে এত বড় পাপ ছিল যে, যখন রুমের পাদ্রী সিসিলী জার্মানের সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক (১২৫০ ইং) এর বিরুদ্ধে কুফরির ফাতওয়া দিল, তখন তার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ ছিল যে, সে মুসলমানদের মত প্রত্যেক দিন গোসল করে।([২])

২. রুমের পাদ্রীরা প্রত্যেক সেই খৃষ্টানকে কাফের (ধর্মচ্যুত) মনে করত, যারা মুসলমানদের সভ্যতা কিংবা অন্য কোন বিষয়কে ভাল মনে করে অথবা যারা প্রত্যেক দিন গোসল করে এরূপ কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাদ্রীরা ১৪৭৮ ইং সনে একটি ধর্মীয় আদালত

---

১. নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করার ব্যাপারে সৌদি আরবের এক ডক্টর আব্দুল্লাহ মাসউদ আস্‌সাঈদ একটি গবেষণা পেশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, নিমের তাজা মিসওয়াকে উনিশ রকমের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। যাতে রয়েছে এমন অনেক কুদরতী শক্তি যা মানুষের জন্য উপকারী।

২. ইউরোপের প্রতি ইসলামের অবদান ঃ ডক্টর গোলাম জীলানী বরক্, পৃষ্ঠাঃ ৭৬।

প্রতিষ্ঠা করেছিল, যাতে প্রথম বৎসরে দুই হাজার লোক জীবন্ত জালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সত্তর হাজারকে কারাদন্ড ও জরিমানার শাস্তি দেয়া হয়েছে। ([১])

৩. দুর্গন্ধযুক্ত শরীর এবং মলিন পোষাকের কারনে উকুনের উপদ্রব এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, যখন বৃটিশের লর্ড পাদ্রী বের হত, তখন তার 'কুবায়' (পরনের কাপড়) সহস্র উকুন চলা ফেরা করতে দেখা যেত। ([২])

৪. যখন স্পেনে ইসলামী শাসনের পতন হল, তখন ফিলিপ (দ্বিতীয় ১৫৯৮ ইং) সকল হাম্মাম (শৌচাগার) বন্ধ করে দেয়ার আদেশ দিল। কেননা এগুলো বর্তমান থাকলে ইসলামী শাসনের কথা স্মরণ হবে। এই সম্রাট তখনকার সময়ে ইশবেলিয়ার গভর্ণরকে শুধু একারণেই বরখাস্ত করেছিলেন যে, তিনি দৈনিক হাত মুখ ধৌত করতেন। ([৩])।

এ'হল, সেই জাতির সংক্ষিপ্ত একটি চিত্র, যাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে আমরা দীর্ঘদিন থেকে বারবার ফিরে তাকাচ্ছি।

যদি তাদের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি জানার ইচ্ছা হয়, তাহলে যারা কিছু সময় ইউরোপ আমেরিকাতে কাটিয়েছেন, অথবা যারা বর্তামনেও তথায় বসবাস করছেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, মলমুত্র ত্যাগ কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে তাদের কি ধারণা রয়েছে ?

বাস্তবে বলতে গেলে, তথায় পবিত্রতার প্রত্যেকটি বিষয়ে অপবিত্রতা, মালিন্য, নির্লজ্জতা ও উশৃংখলার এতই নোংরা পরিবেশ বিরাজ করছে, যা মুখ দিয়ে বলা যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে কলম দিয়ে লেখাও অসম্ভব। যা শুনলেই মানুষের অন্তরে সম্পূর্ণ সমাজের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়ে যায়।

আজ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকাকে আশংকা ও ভয়ের যে প্রেত নিজের লৌহ পাঞ্জা দ্বারা ঘিরে রেখেছে, তা হল 'এইড্স' (Aids) রোগ, যা বাস্তবে পশুদের মত অপবিত্র ও মলিন জীবন যাপনের পরিণতি মাত্র। নিজের শুরু-শেষ সম্পর্কে বেখবর এবং মনস্কামনার অনুসারী লোকদের ব্যাপারে কুরআন মজীদের এই পর্যালোচনা কতইনা সুন্দরঃ-

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾(44:25)

অর্থাৎ, তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং আরও পথভ্রান্ত। (সূরা ফুরকানঃ ৪৪)।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৯০।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ঃ ৭৭।

হাকীমুল উম্মত আল্লামা ইকবাল পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে যে কথা বলেছিলেন, সে একই কথা একটু শাব্দিক পরিবর্তনের সহিত পশ্চিমাদের পাক-পবিত্রতার চিন্তাধারার উপরও সমান ভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেছিলেনঃ ''তুমি কি পশ্চিমা সভ্যতার নিয়মনীতি দেখ নি? চেহারা উজ্জ্বল কিন্তু অন্তর চ্যাঙ্গিজের চেয়েও অধিক অন্ধকার।''

চলতে চলতে প্রতিবেশী দেশের উপরও একটু দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, যেখানে অধিকাংশ লোক হিন্দুধর্মের অনুসারী। কয়েক বছর পূর্বে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুরারজী দেশাই (১৯৭৫ ইং) এর একটি উক্তি দেশের বড় বড় খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল, ''আমি প্রত্যেক সকালে নিজের প্রশ্রাব পান করি।'' হিন্দু সংস্কৃতিতে গাভীর গোবর এবং পেশাব উভয় 'তাবাররুক' (পবিত্র ও বরকতপূর্ণ বস্তু) হিসেবে ব্যবহার হয়। একদা আমার এক ভারতীয় মুসলিম বন্ধু বলল যে, সে এমন এক হিন্দু মিষ্টি বিক্রেতাকে চিনে, যে প্রত্যেক দিন দোকান খোলার সাথে সাথে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে সকল মিষ্টির উপর গাভীর পেশাব ছিটিয়ে দিত। আপনি হয়ত একথা শুনে অবাক হবেন যে, হিন্দু ধর্মের কিতাবসমূহে কোথাও পবিত্রতার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশী মতে ইচ্ছা হলে মানুষের মত জীবন যাপন করতে পারে কিংবা পশুর মতও করতে পারে।

এমনিভাবে শিখ সম্প্রদায়ের মাঝে পবিত্রতার চিন্তাধারা কতটুকু আছে, তা এথেকে অনুমান করা যায় যে, যদি কোন শিখ নিজের মাথার চুল, বগলের লোম, কিংবা নাভীর তলদেশের লোম পরিস্কার করে, অথবা খতনা করায় সে তাদের ধারণা মতে শিখ মাজহাবের গন্ডির বাইরে চলে যায়।

মোদ্দা কথা হল, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার যে শিক্ষা ইসলাম দান করেছে, তা অনেক বড় একটি নেয়ামত। যদি কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ভবিষ্যৎ থেকে নিরাশ পাশ্চাত্যের লাগামহীন জড়বাদী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ইসলামের সেই সর্বোচ্চ ও সুমহান শ্বাশ্বত বিধানাবলীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আদায় করত, তাহলে কতইনা ভাল হত।

পবিত্রতার বিষয়ে হাদীস অস্বীকারকারীদের ফিতনাঃ

এবার পবিত্রতার অন্য দিক অর্থাৎ হাদীস অস্বীকারের ফিতনার দিকে আসা যাক, আমাদের দেশের (পাকিস্তান) তথাকথিত চিন্তাবিদরা এমনিতেই হাদীস অস্বীকারের জন্য বহু রাস্তা বের করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু যেহেতু এখন আমার আলোচ্য বিষয় হল পবিত্রতার বিষয়াদি, সেহেতু আমি পবিত্রতার বিষয়ে তাদের কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার কথা বলে শেষ করব ইন্‌শাআল্লাহ।

বাস্তব কথা হল, মলমুত্র ত্যাগের পর পবিত্রতা অর্জন, জনাবতের গোসল এবং হায়েয ইত্যাদি বিষয়ে 'নগ্নতার' আশ্রয় নিয়ে হাদীস অস্বীকারের দরজা খোলার প্রচেষ্টা করা শুধু মাত্র নেতিবাচক চিন্তাধারার ফলাফল বৈ কিছু নয়। স্বয়ং রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমস্তকালেও এ সমস্যাটি ছিল। আহলে কিতাব তথা ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নিতান্ত উপহাসের স্বরে হযরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'শুনলাম যে, আপনার পয়গম্বর নাকি আপনাকে মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম পদ্ধতিও শিক্ষা দিয়ে থাকেন ? হযরত সালমান ফারেসী

(রাঃ) তাদের কথায় কোন রকমের অসম্মানী বোধ করলেন না বরং অত্যন্ত গর্বের সহিত বললেনঃ হ্যাঁ, আমাদের পয়গম্বর আমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দেন, এমনকি মল-মুত্র ত্যাগের নিয়মনীতিও। তখন ইহুদী ও খৃষ্টানরা লজ্জিত হয়ে গেল।

লক্ষ্য করুন, যদি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে পবিত্রতার বিধি বিধান শিক্ষা না দিতেন, তা হলে আমরাও আজকে অন্যান্য জাতির ন্যায় পশুর মত জীবন যাপন করে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। সুতরাং ইতিবাচক চিন্তাধারা হবে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি যে মহান অবদান রেখেছেন, তা অকপটে স্বীকার করা। তিনি উম্মতকে জীবনের কোন বিষয়ে অসহায় হয়ে অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়ার জন্য ছেড়ে যান নি, বরং প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও সঠিক পথ নির্দেশনা দান করে নবুওয়াতের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আদায় করেছেন। এটি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান ত্যাগ ছিল যে, তিনি উম্মতকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্বীয় দাম্পত্য জীবনের সে সব কথাও মানুষের সামনে প্রকাশ করেছেন যা সাধারণ লোকেরা পর্যন্ত অন্যের সামনে বলা পছন্দ করবে না।

মনে রাখবেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর পবিত্রা পত্নীগণ এসকল বিষয় এমনিতেই বক্তৃতার মধ্যে প্রকাশ করেন নি, বরং প্রয়োজনবোধে যখন কোন ছাহাবী কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন তার উত্তর দেয়া হয়েছে।

এরূপ মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পত্নীগণের কাছে দু'টি পথ ছিল, হয়ত উম্মতকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে একটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের সুন্দর পদ্ধতি বাৎলে দিতেন, অথবা প্রশ্নকারীকে শক্ত ভাবে বলে দিতেন যে, তুমি কত নির্লজ্জ ব্যক্তি ? রাসুলের ঘরে এসে তুমি এসব কথা জিজ্ঞাসা করছ ?

একটু চিন্তা করে দেখুন, যাঁকে আল্লাহ তাআ'লা দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেনই এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি জনগণকে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন এবং তাদেরকে পবিত্র ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করবেন, সেই সত্ত্বা থেকে প্রশ্নকারীর উত্তরের বেলায় উপরোক্ত দুই পন্থা থেকে কোনটির আশা করা যেতে পারে ?

এবিষয়টিকে আর একটি দিক দিয়েও চিন্তা করা উচিত। তা হল, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে নিতান্ত লজ্জাশীল ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, সেখানে উম্মতের প্রতি ব্যক্তির জন্যে বড় মেহেরবান ও দয়ালুও ছিলেন তিনি। উম্মতের কল্যাণ ও সুস্থতার প্রতি সদা সর্বদা তাঁর নজর ও চিন্তা-ভাবনা থাকত। তাই বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনবোধে তিনি খুবই খোলা-মেলা কথা বার্তা বলেছেন। পবিত্রতার মাসায়েল ব্যতীত অন্য স্থানে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল, হযরত মায়েয আসলামীর মোকাদ্দমা। যাতে হযরত মায়েয স্বয়ং নিজে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে চার বার স্বীকার করলেন যে, তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। যেহেতু বিষয়টি একজন লোকের জীবন মরণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সেহেতু রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি শুধু কথাটি শুনার সাথে সাথে অপরাধীকে প্রস্তর দ্বারা মেরে ফেলার মীমাংসা দিয়ে দিতেন এবং পরে তার অপরাধ প্রমাণ না হত, কিংবা তার অপরাধের ধরণ নিম্নস্তরের হত, তাহলে অবশ্যই রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আন্তরিকভাবে দুঃখ পেতেন। একারণেই রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র মুখ দিয়ে এমন কিছু খোলামেলা কথা বের হল, যা পরে সারা জীবনে আর কখনো শুনা যায় নি। কিন্তু তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারলেন যে, অপরাধ নিঃসন্দেহে সংগঠিত হয়েছে। মীমাংসার পূর্বে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়েয আসলামীর সাথে যে কথোপকথন করেছিলেন তা একটু শুনুনঃ-

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ হয়ত তুমি মহিলাকে ঝড়ে ধরেছ, কথোপকথন করেছ বা কুদৃষ্টি দিয়ে দেখেছ?

মায়েয আসলামীঃ না, হে আল্লাহর রাসুল। শুধু তাই নয়।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ তাহলে তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছ ?

মায়েয আসলামীঃ জি হাঁ।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ তুমি কি সে ভাবেই কাজ করেছ, যেভাবে সুরমাদানীর ভিতর শলা ঢুকানো হয় বা কুপের ভিতর রশি ঢালা হয় ?

মায়েয আসলামীঃ জি হাঁ।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ তুমি কি যেনা তথা ব্যভিচারের অর্থ বুঝ?

মায়েয আসলামীঃ হাঁ, হে আল্লার রাসুল।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ তুমি কি মদ্য পান করে এসেছ ?

মায়েয আসলামীঃ কখনো না [জনৈক ব্যক্তি তার মুখের ঘ্রাণ শুঁকেও তা যাচাই করল।]

এই কথোপকথনের পর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মায়েয আসলামী (রাঃ) কে প্রস্তর মারার মীমাংসা দিলেন।

এঘটনাটি বিভিন্ন শব্দে প্রসিদ্ধ সব হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, এ ঘটনার দু'য়েকটি শব্দের বাহ্যিক অর্থকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ হাদীস ভান্ডারকে সন্দেহযুক্ত করে ফেলা নিছক নেতিবাচক চিন্তাধারা বা হাদীস শাস্ত্র থেকে অজ্ঞতার পরিচয় বৈ কিছু নয়।

আসল কথা হ'ল, উম্মতকে শিক্ষা দেয়া এবং পথ নির্দেশনা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় জীবনের ছোট-বড় এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয় খোলে বলার সুমহান ত্যাগ ও অবদানকে স্বীকার করার পরিবর্তে হাদীস অস্বীকারকারী লোকেরা ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ দ্বীন রূপে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর নবুওয়াতী দায়িত্বে দোষ-ত্রুটি খুঁজে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক সত্ত্বার উপর বড় জুলুম করেছে।[১]

---

[১] পবিত্রতার বিষয়ে হাদীস অস্বীকারকারীদের ভ্রান্তধারণা ও তার অপনোদন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য প্রসিদ্ধ গবেষক জনাব আব্দুর রাহমান কীলানী লিখিত 'আয়িনায়ে পরবেযিয়াত' বইয়ের তৃতীয় খন্ড দ্রষ্টব্য।

পরিশেষে আমরা পবিত্রতার মাসায়েলের বরাত দিয়ে মাতা-পিতাকে বলতে চাই যে, আমাদের এখানে সাধারণত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে সাবালিকা হওয়ার পূর্বে এসকল মাসআলা সম্পর্কে অবগত করার ব্যাপারে দু'টি ভিন্ন, কিন্তু চরম ধারণা রয়েছে।

প্রথমঃ সেই দল যারা ছেলেমেয়ে বালেগ হওয়ার পূর্বে তাদের সামনে শুধু যে এসকল মাসআলার ব্যাপারে কথাবার্তা বলাতে লজ্জা বোধ করেন তা নয়, বরং ছেলেমেয়েদের মুখ থেকে এব্যাপারে একটি শব্দ শুনাও অপছন্দ করেন।

দ্বিতীয়ঃ সেই দল, যারা এসকল মাসআলার ব্যাপারে এত স্বাধীন চিন্তাভাবনা রাখেন যে, ইউরোপীয়দের মত বালেগ হওয়ার পূর্বে ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলসমূহে যৌন শিক্ষা দান করা আবশ্যক মনে করেন।

এ উভয় পথই বাস্তবে সীমালংঘনের পথ, যা ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় নিয়ে আসবে, এতদক্ষেত্রে মধ্যবর্তী পথ হল,মাতা-পিতা নিজেরাই যৌবনে পদার্পনকারী ছেলেমেয়েদের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করবে এবং ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দানের মহান দায়িত্ব আদায় করবে। সুতরাং এসকল মাসআলা ছেলেমেয়েদের সামনে বলতে লজ্জাবোধ করবেন না। কারন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ছাহাবীদের এরূপ মাসআলা জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেন নি। বরং হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনার মেয়েদের প্রশংসা করেছেন এবলে যে, আনসারী মহিলারা কত ভাল যে, তারা মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য কোন লজ্জাবোধ করেন না। [মুসলিম।]

সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে মাসআলা বর্ণনার উদ্দেশ্য ঃ

সম্মানিত পাঠক পাঠিকা! সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে মাসআলাসমূহ প্রকাশের পিছনে আমার নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলী রয়েছে ঃ

১- জনগণের মধ্যে যেন হাদীসে রাসূল পড়া, শুনা এবং শিক্ষা করার প্রথা চালু হয়, যেরূপ ছাহাবীদের যামানায় ছিল। ছাহাবীগণ কুরআনের মত হাদীসকেও মুখস্ত করে রাখতেন। কুরআনের মত হাদীস শিক্ষা করার জন্যেও হালকায়ে দরসের বন্দোবস্ত করা হত। হযরত আলী (রাঃ) ছাহাবীদেরকে বলতেনঃ পরস্পর হাদীসের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন এবং হাদীসের শিক্ষা অর্জন বা শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ করতে থাকেন। কেননা এরূপ না করলে একদিন হাদীসসমূহ হারিয়ে যাবে।

২- ধর্মীয় বিষয়াদি যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীসের উদ্ধৃতির মাধ্যমেই গ্রহণ করার চিন্তা-ভাবনা সৃষ্টি হয় আর যেন লোকজন হাদীসের সাথে এতটুকু পরিচিত হয় যে, তারা ধর্মীয় ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে গেলে কথাটি হাদীসে রাসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি কোন আলেম বা ফক্বীহের অভিমত - তার পার্থক্য নির্ণয় করাকে আবশ্যক মনে করে। ইমাম ইবনু জুরাইজ (রাহঃ) বলেনঃ আমার উস্তাদ হযরত আত্বা যখন কোন মাসআলা বর্ণনা করতেন তখন আমি জিজ্ঞাসা করতাম এটি কি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস নাকি কোন মানুষের অভিমত? যদি হাদীস হত তখন তিনি

বলতেনঃ এটি 'ইলম' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস। আর যদি কোন আলেমদের ইজতিহাদী অভিমত হয় তখন তিনি বলতেন এটি রায় তথা মানুষের অভিমত।

৩- হাদীসে রাসূলের আইনগত দিক এবং শরীয়ত ভিত্তিক মর্যাদা যেন মানুষের কাছে এত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা নিজের সকল কাজের ভিত্তি হাদীসে রাসূলের উপরই রাখেন। হাদীসের জ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে সকল শুনা কথা এবং প্রচলিত মাসায়েল যেন নির্দ্বিধায় ছাড়তে পারে এবং সুন্নাতের উপর পুর্ণ আস্থা রেখে খোলা অন্তরে আমল শুরু করতে পারে। ছাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ এবং তাবে তাবেয়ীগণের আমলও ছিল তাই।

উল্লেখিত উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা কোন মাযহাব, কোন দল, কিংবা কোন ব্যক্তির দিকে আহবানের খাতিরে নয়, বরং তা শুধুমাত্র হাদীসের শিক্ষা প্রসার করা এবং খালেছ কিতাব ও সুন্নাহ মতে আমলের প্রতি আহবান করার উদ্দেশ্যে। তাই আমরা পাঠক পাঠিকাদের কাছে এই আশা রাখব যে, আমাদের এই প্রচেষ্টায় তারাও যেন স্ব স্ব দায়িত্ব পুর্ণভাবে আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বানী " بلغوا عني ولو آية " অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে একটি কথা হলেও মানুষের কাছে পৌছাও - এর দৃষ্টিতে প্রত্যেক মুসলিম নিজের জ্ঞানানুসারে অন্য পর্যন্ত দ্বীনের কথা পৌছানোর জন্য বদ্ধপরিকর। এর প্রতিদান অবশ্যই আল্লাহর কাছে খুব বেশী হারে পাওয়া যাবে।

পূর্বের ন্যায় 'কিতাবুত্ তাহারাত' (পবিত্রতার মাসায়েল) পুস্তকেও হাদীসের বেলায় সহীহ ও হাসানের মাপকাঠি ঠিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তার পরেও জ্ঞানীজনদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে, কোথাও কোন ভুল ধরা পড়লে অবশ্যই অবগত করবেন। সহীহ হাদীসের ব্যাপারে আমাদের অন্তর সব সময় উম্মুক্ত থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ্। কোন মাযহাবের সাথে আমাদের এমন কোন ভালবাসা কিংবা শত্রুতা নেই যে, আমরা যয়ীফ হাদীসের পরিবর্তে সহীহ হাদীস পেয়ে যাওয়ার পরেও শুধুমাত্র মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধীতার উদ্দেশ্যে নিজের কথার উপর অটল থাকব। আমাদের সম্পূর্ণ ভালবাসা ও হৃদ্যতার কেন্দ্র বিন্দু হল শুধুমাত্র সহীহ হাদীস। তাই কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে যদি কোন একটি যয়ীফ বা দুর্বল প্রমাণিত হয় অথবা তার পরিবর্তে আরো বেশী সহীহ কোন হাদীস পাওয়া যায়, তাহলে আমরা নিজের পদক্ষেপ থেকে রুজু করতে দ্বিধাবোধ করব না।

মুহতারাম আব্বাজান হাফেয মুহাম্মদ ইদ্রিস কিলানী সাহেব পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছেন এবং হাদীসের উদ্ধৃতিসমূহ খুজে বের করার মহান দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (১) তিনি ব্যতীত আরো যারা পুস্তকটির

---

১. মুহাতারাম আব্বাজান হাফেয মুহাম্মদ ইদ্রিস কিলানী সাহেব ১৩ই অক্টোবর ১৯৯২ইং তারিখে ইন্তেকাল করেছেন, পাঠক পাঠিকাদের কাছে আব্বাজানের রূহের মাগফিরাত এবং তাঁর মর্যাদার জন্য দোয়া করার অনুরোধ রইল।

পরিপূর্ণতায় অংশ গ্রহণ করেছেন আল্লাহ তাআ'লা সবার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ ﴾

রিয়াদ ২৫ই মুহারারাম, ১৪০৮ হিজরী ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ইং	বিনীত **মুহাম্মদ ইক্ববাল কিলানী** বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ, সৌদি আরব।

اَلنِّيَّــــــةُ

নিয়তের মাসায়েল

মাসআলা =১ ঃ সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে।

عَنْ عُمَرَ ابْنِ خَطَّابَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ :اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّـمَا لِكُلِّ امْرِیٍ مَّا نَوٰی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَاَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ .رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ "সকল কর্মের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে সে তাই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনের সুখ শান্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে। ([১]) -বুখারী।

عَـنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَـالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِنَّ اَوَّلَ الـنَّـاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ،فَاُتِیَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا ،فَقَالَ مَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰـى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِیْءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِـهٖ فَسُـحِـبَ عَـلٰى وَجْهِـهٖ حَتّٰى اُلْقِیَ فِی النَّارِ .وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَاَ الْقُرْآنَ فَـاُتِـیَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ :تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهٗ وَقَرَاْتُ فِيْكَ الْـقُـرْآنَ قَالَ : كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَاْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُـوَ قَارِیءٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِیَ فِی النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَـلَيْـهِ وَاَعْـطَـاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِیَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَـالَ :مَـا تَـرَكْـتُ مِـنْ سَبِيْـلٍ تُـحِـبُّ اَنْ يُّـنْـفَـقَ فِيْهَـا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ

[১] সহীহ আলবুখারী ঃ ১/১৯, হাদীস নং ১।

وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এক শহীদ ব্যক্তির ফায়সালা করা হবে। তাকে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর নেয়ামত সম্পর্কে অবগত করা হবে, তখন সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হবেঃ তুমি এসকল নেয়ামত কোথায় ব্যবহার করেছ ? সে উত্তরে বলবেঃ আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করেছি এমনকি 'শহীদ' হয়ে গেছি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে বীর পুরুষ বলা হয়। তা তো বলা হয়েছে। অতঃপর আদেশ দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হবে সেই, যে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে আর কোরআন পড়েছে। আল্লাহ তাআ'লা তাকেও নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন সেও স্মরণ করবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি এসকল নেয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে কি করেছ? সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমি ইলম শিক্ষা করেছি, অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকজনকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছি। আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্যেই ইল্‌ম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে আলেম বলা হয়, তা তো বলা হয়েছে আর এজন্যেই কুরআন পড়েছ, যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়, তা তো বলা হয়েছে। অতঃপর আদেশ দেয়া হবে এবং তাকেও উপড় করে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যাকে আল্লাহ তাআ'লা প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন। আল্লাহ তাকেও স্বীয় নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে অবগত করবেন সেও স্মরণ করবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি আমার এসকল নেয়ামত দিয়ে কি করেছ? সে বলবেঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনার পছন্দমত সকল স্থানে ব্যয় করেছি, আল্লাহ তাআ'লা বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি এজন্যেই দান খয়রাত করেছ, যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়, তা তো বলা হয়েছে। অতঃপর আদেশ দেয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।([১]) (মুসলিম)।

---

১. মুখতাছারু সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮৯।

فَضْلُ الطَّهَارَةِ

তাহারাতের ফযীলত

মাসআলা=২ ঃ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।

عَنْ اَبِیْ مَالِکِ الْاَشْعَرِیِّ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ((اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِیْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِیْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُلِلّٰهِ تَمْلَآنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَیْنَ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَّکَ اَوْ عَلَیْکَ ، کُلُّ النَّاسِ یَغْدُوْ فَبَایِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا))رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুমালেক আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। 'আলহামদুলিল্লাহ'(শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' পাল্লাকে ভরে দেয় কিংবা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। ছালাত হল আলো, ছদকা হল প্রামাণিকা। ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেহ আপন সত্ত্বাকে ব্যবহার করে, তখন কেউ সত্ত্বার উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় ধ্বংসকারী। (১) -মুসলিম।

মাসআলা=৩ঃ ওযু (পবিত্রতা অর্জন) করার দ্বারা হাত, মুখ এবং দু'পায়ের সকল ছগীরা গুণাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ الصُّنَابِحِیِّ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَایَا مِنْ فِیْهِ وَاِذَ اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَایَا مِنْ اَنْفِهٖ فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَایَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰی تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَیْنَیْهِ فَاِذَا غَسَلَ یَدَیْهِ خَرَجَتِ الْخَطَایَا مِنْ یَدَیْهِ حَتّٰی تَخْرُجَ مِنْ تَحْتَ اَظْفَارِ یَدَیْهِ فَاِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَایَا مِنْ

১. সহীহ মুসলিম, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১, হাদীস নং ৪২৫।

رَاسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْهِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ .رَوَاهُ النِّسَائِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ছুনাবেহী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন মুমিন বান্দা ওযু করে এবং তাতে কুল্লি করে তখন তার মুখ থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। যখন নাক ঝেড়ে পানি ফেলে তখন তার নাক থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমন্ডল ধোয় তখন তার মুখ থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমন কি তার দু'চোখের পাতার নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। যখন দুই হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাত থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এমনকি তার দুই হাতের নখসমূহের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। যখন সে মাথা মসেহ করে তখন তার মাথা থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এমনকি তার দু'কান থেকেও বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে দুইপা ধৌত করে তখন তার দু'পা থেকে গোনাহসমূহ বের হয়ে যায় এমনকি তার দু'পায়ের নখসমূহের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়। তারপর মসজিদে আগমন এবং ছালাত আদায় তার জন্য অতিরিক্ত ছাওয়াবের কারণ হবে। (১) -নাসায়ী। (হাসান)

১ সুনান নাসায়ী, কিতাবুত তাহারাত।

اَهَمِّيَّةُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতার গুরুত্ব

মাসআলা=৪ ঃ পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ((لاَتُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত গ্রহণ করা হয় না আর গণিমতের [যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ] মাল থেকে চুরি করে ছদকা করলে সেই ছদকাও গ্রহণ করা হয় না। মুসলিম। ([১])

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ)).رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা ছালাতের চাবি। ছালাত শুরু হয় তাকবীর অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' দ্বারা আর শেষ হয় সালামের মাধ্যমে। - ইবনু মাজাহ্। ([২]) (সহীহ)।

মাসআলা=৫ঃ পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জনে অবহেলা করা কবরে শাস্তির কারণ হয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِىْ الْبَوْلِ فَاسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ))رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارُقُطْنِيُّ (صحيح)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "সাধারণতঃ কবরের আযাব পেশাবের কারণে হয়। সুতরাং পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর।" বাযযার, ত্বাবরানী, হাকেম, দারাকুতনী। ([৩]) (সহীহ)।

---

১. মুসলিম শরীফ, খন্ডঃ ২, পৃষ্ঠা ২, হাদীস নং ২২৪।

২. সহীহ সুনানু ইবনি মাজ্জাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২২২।

اَلْمَـــــــاءُ

পানির মাসায়েল

মাসআলা=৬ ঃ পানি পবিত্র এবং পবিত্রকারী।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺقَالَ سَالَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺاِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهٖ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺهُوَالطَّهُوْرُمَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.رَوَاهُ اَحْمَدُوَاَبُوْدَاوُدَوَالنِّسَائِیُّ وَالتِّرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। স্বল্প পানি সাথে রাখি, যদি এই পানি দ্বারা ওযু করি তাহ'লে আমরা তৃষ্ণার্ত থাকব। তাহ'লে আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা ওযু করতে পারি? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এতে মৃত মাছ হালাল।[২] আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

মাসআলা=৭ ঃ পবিত্র কোন বস্তুর সংমিশ্রন দ্বারা পানির বর্ণ বা স্বাদ কিংবা উভয় পরিবর্তন হয়ে গেলেও পানি পবিত্র থাকবে।

عَنْ اُمِّ هَانِیْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :اِغْتَسَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هُوَوَ مَيْمُوْنَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا فِیْ قَصْعَةٍ فِيْهَا اَثَرُ الْعَجِيْنِ .رَوَاهُ النِّسَائِیُّ (صحيح)

হযরত উম্মেহানী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং (তার স্ত্রী) হযরত মায়মুনা (রাঃ) এমন একটি বর্তনের পানি দ্বারা গোসল করে ছিলেন, যাতে খামিকৃত আটার অবশিষ্টাংশ ছিল।[৩] -নাসায়ী (সহীহ)

মাসআলা=৮ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নয়।

---

১. সহীহ আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৫২।

২. সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৭৬।

৩. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৪৮০।

মাসআলা=৯ ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয় একসাথে এক পাত্র থেকে ওযু করতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ اَتَوَضَّأُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ اَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরাত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ আমি এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্রের পানি দ্বারা ওযু করতাম। কখনো তাহ'তো বিড়ালের উচ্ছিষ্ট।([1]) ইবনু মাজাহ। (সহীহ)।

عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((فِيْ الْهِرَّةِ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)).رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আবুকাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল সম্পর্কে বলেছেনঃ এটি অপবিত্র নয়, এতো তোমাদের কাছে ঘরে আসা যাওয়া করে। ([2]) আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাযাহ।- (সহীহ)।

মাসআলা=১০ ঃ ব্যবহৃত পানিতে অপবিত্র বস্তু না পড়লে তা পবিত্র থাকে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَاَنَا مَرِيْضٌ لاَ اَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وُضُوْئِهِ فَعَقَلْتُ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমি অসুখের কারণে অজ্ঞান ছিলাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখার জন্য আসলেন। অতঃপর তিনি ওযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার উপর ঢেলে দিলেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসল।([3])- বুখারী।

মাসআলা=১১ ঃ পানিতে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হলে পানি অপবিত্র হয়ে যায়।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُبَالَ فِيْ الْمَاءِ الرَّاكِدِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

১. সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৬৮।

২. সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৬৮।

৩. সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ১৯৪।

হযরত জাবের(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (১) - মুসলিম।

---

১. মুসলিম, কিতাবুত্তাহারাত, হাদীস নং ২৮১।

آدَابُ الْخَـــــــــلاَءِ

পায়খানা প্রশ্রাবের নিয়ম নীতি

মাসআলা=১২ ঃ পায়খানায় বা প্রশ্রাব খানায় প্রবেশ করা এবং তা থেকে বের হওয়ার জন্য মাসনুন দুআ' নিম্নরূপ।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ يَقُوْلُ ((اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)). مُتَفَقٌّ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় কিংবা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেনঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অপবিত্র জ্বিন নর ও নারীর (অনিষ্ট) হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ([1]) বুখারী, মুসলিম।

عَنْ عَائِشَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ ((غُفْرَانَكَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ . (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শৌচাগার থেকে বের হতেন, তখন বলতেনঃ "غفرانك" 'গুফরানাকা' অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ([2]) আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

মাসআলা=১৩ ঃ আল্লাহর নামযুক্ত কোন বস্তু নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করা উচিত নয়।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنِّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ

---

[1] আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২১১, মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৭১৫।

[2] সহীহ্ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৩।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ 'যখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাথরুমে প্রবেশ করতেন তখন নিজের আংটি (যাতে 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লিখা ছিল) খুলে রাখতেন।'([১])- তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ।

মাসআলা=১৪ ঃ খোলা মাঠে মল-মুত্র ত্যাগের সময় মুখ কিংবা পিঠ কেবলার দিকে করা উচিত নয়। তবে বাথরুমের ভিতরে অথবা দেয়ালের আড়ালে হলে এরূপ করা যেতে পারে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ((إِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا)).رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যখন কেউ মানবীয় প্রয়োজন সারাতে (মল-মুত্র ত্যাগ করতে) বসবে, তখন সে মুখ কিংবা পিঠ কেবলার দিকে করবে না। ([২]) -মুসলিম।

عَنِ بْنِ عُمَرَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رُقِيْتُ عَلَى بَيْتِ اُخْتِىْ حَفْصَةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا لِّحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ আমি আমার বোন [উম্মুল মু'মেনীন হযরত হাফ্ছা (রাঃ)] এর ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ প্রয়োজন সারতে বসেছিলেন। তখন তাঁর মুখ সিরিয়ার দিকে এবং পিঠ কেবলার দিকে ছিল। ([৩]) -মুসলিম।

বিঃদ্রঃ হযরত উমর(রাঃ) এর মেয়ে হযরত হাফ্ছা (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) এর বোন এবং রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিতা স্ত্রী ছিলেন।

মাসআলা=১৫ ঃ মল-মুত্র ত্যাগের সময় লজ্জা স্থানে ডান হাত লাগানো নিষিদ্ধ।

মাসআলা=১৬ ঃ ডান হাত দ্বারা শৌচ কার্য করা নিষিদ্ধ।

---

[১] সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩০২। (শায়খ আলবানীর তাহক্বীক মতে হাদীসটি দুর্বল। দেখুন যয়ীফ সুনানু ইবনি মাজাহ: হাদীস নং ৫৮/৩০৩।)

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৬৫।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৬৬।

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لاَ يُمْسِكَنَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِىْ الْاِنَاءِ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুকাতাদা(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ প্রশ্রাব করার সময় কেউ ডান হাত দিয়ে স্বীয় মুত্রাঙ্গ স্পর্শ করবে না এবং ডান হাত দ্বারা শৌচ কার্যও সম্পাদন করবে না। আর (কোন কিছু পান করার সময়) পাত্রে শ্বাস ত্যাগ করবে না। ([১]) -মুসলিম।

মাসআলা=১৭ ঃ পবিত্রতা অর্জন কার্য ডান দিক থেকে আরম্ভ করা উচিত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِىْ طُهُوْرِهٖ اِذَا تَطَهَّرَ وَفِىْ تَرَجُّلِهٖ اِذَا تَرَجَّلَ وَفِى انْتِعَالِهٖ اِذَا انْتَعَلَ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ ''রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম পবিত্রতা অর্জন, চিরুনী ব্যবহার এবং জুতা পরিধানের সময় ডান দিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন।([২]) -মুসলিম।

মাসআলা=১৮ ঃ চলার পথে কিংবা ছায়া সম্পন্ন স্থানে মল-মুত্র ত্যাগ করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :((اتَّقُوْا اللاَّعِنَيْنِ)) قَالُوْا :وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :((الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ فِىْ ظِلِّهِمْ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুই অভিসম্পাতের কারণ থেকে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! দুই অভিসম্পাতের কারণ কি? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে অথবা ছায়ার স্থলে মল-মুত্র ত্যাগ করে (তার এদুটি কাজ অভিসম্পাতের কারণ।) ([৩]) -মুসলিম।

মাসআলা=১৯ঃ ইস্তিনজার জন্য অন্ততঃ তিনটি মাটির ঢিলা অথবা পানি ব্যবহার করা উচিত।

মাসআলা=২০ ঃ গোবর অথবা হাঁড় দ্বারা ইস্তিনজা করা নিষিদ্ধ।

---

[১] মুসলিম শরীফ, ১/৩৭, হাদীস নং ৫০৪।

[২] মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৬৮।

[৩] মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৬৯।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاَحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِىْ اِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةٍ فَيَسْتَنْجِىْ بِالْمَاءِ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন আমি এবং আর একজন বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী লাঠি নিয়ে দাঁড়াতাম। তিনি সেই পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন। -বুখারী ও মুসলিম। (১)

عَنْ سَلْمَانَ ﷺ قَالَ قِيْلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ :فَقَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত সালমান (রাঃ)কে (ঠাট্টা করে) বলা হলঃ তোমাদের নবী তোমাদেরকে সকল জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন এমনকি পায়খানা প্রশ্রাবও ? তখন তিনি বললেনঃ হাঁ, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পায়খানা-প্রশ্রাব করার সময় কোবলা মুখী হতে নিষেধ করেছেন। অন্তত; তিন পাথরের কমে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন এবং গোবর অথবা হাড় দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন। (২) -মুসলিম।

মাসআলা=২১ ঃ ছালাতের পুর্বে পায়খানা-প্রশ্রাব সেরে নেয়া উচিত, পায়খানা প্রশ্রাব বেগবান হওয়ার সময় জামাত দাড়ালে প্রথমে পায়খানা প্রশ্রাবের প্রয়োজন সেরে নিতে হবে।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ وَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ)) .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাম (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে আর তখনই জামাত দাঁড়ায়, তাহ'লে তাকে প্রথমে পায়খানার কাজ সেরে নিতে হবে। (৩) - ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

---

[১] মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৭১।

[২] মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৬২।

[৩] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৯৯।

মাসআলা=২২ ঃ পায়খানা-প্রশ্রাবের কার্য সমাধা করার জন্য পর্দা করা আবশ্যক।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ (صحيح)

হযরত আনাস(রাঃ) বলেনঃ ''নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা-প্রশ্রাবের প্রয়োজন সারার ইচ্ছা করতেন, তখন জমির নিকটে গিয়ে কাপড় উঠাতেন। ([1]) - তিরমিযী, আবুদাউদ, দারিমী। (সহীহ)

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لاَ يَرَاهُ اَحَدٌ .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা-প্রশাবের প্রয়োজন সারার ইচ্ছা করতেন, তখন বসতী থেকে অনেক দুরে চলে যেতেন, যেন কেউ না দেখে। ([2]) -আবুদাউদ। (সহীহ)।

মাসআলা=২৩ঃ মাটির ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করলে আর পানি ব্যবহার করতে হবে না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ)).رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ (حسن)

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায়, তখন সে যেন তিনটি ঢিলা সাথে নিয়ে যায়, যদ্বারা সে পবিত্রতা লাভ করবে। এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে। ([3]) -আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, দারিমী। (সহীহ)

মাসআলা=২৪ ঃ ইস্তিনজা ও ওযুর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ব্যবহার করা ভাল।

---

[1] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৩।

[2] সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২।

[3] সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩১।

মাসআলা=২৫ ঃ ইস্তিনজার শেষে হাত পবিত্র করার জন্য কালেমা শাহাদাত পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَة ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَى الْخَلاَءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِيْ تَوْرَةٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّاَ .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা(রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি তাঁর জন্যে 'তাওর' (তামা বা পাথরের বাটি) অথবা 'রাকওয়া' (চামড়ার পাত্র) তে ভরে পানি নিয়ে আসতাম। তিনি তা দ্বারা ইস্তিনজা করতেন এবং মাটিতে হাত মুছতেন। অতঃপর আমি আর এক ভান্ড পানি আনতাম তিনি তা দিয়ে ওযু করতেন।([১]) আবুদাউদ। (হাসান)

মাসআলা=২৬ ঃ পায়খানা-প্রশ্রাব করার সময় কথা বলা নিষিদ্ধ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ একদা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করছিলেন, সে সময় এক ব্যক্তি সে দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল, সে সালাম করল, কিন্তু রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর দিলেন না। ([২]) -মুসলিম।

মাসআলা=২৭ ঃ পায়খানা-প্রশ্রাবের শেষে ইস্তিনজা করলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে যায় এর জন্য ওযু করা আবশ্যক নয়। (তবে ছালাত পড়া বা কুরআন স্পর্শ করার জন্য অবশ্যই ওযু করতে হবে।)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَاُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيْلَ لَهُ اَلاَ تَتَوَضَّاُ ؟ قَالَ :((لِمَ ؟ اَلِلصَّلاَةِ ؟)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। যখন তিনি পায়খানা-প্রশ্রাব সেরে আসলেন, তখন তাঁর জন্য খানা

---

[১] সহীহ সুনানু আবি দাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৫।

[২] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩৭০।

আনা হল, কেউ বললঃ আপনি কি ওযু করবেন না? তখন তিনি বললেনঃ কেন? আমি কি এখন ছালাত পড়ব? (অর্থাৎ ছালাতের জন্যেই ওযু আবশ্যক, বাথরুম থেকে আসার পর তো আবশ্যক নয়।) -মুসলিম।([১])

মাসআলা=২৮ ঃ পায়খানা-প্রশ্রাবের শেষে পবিত্রতা অর্জনের পর হাতকে মাটি অথবা সাবান দিয়ে ভালভাবে ধৌত করা দরকার।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهٗ بِيَدِهٖ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهٗ لِلصَّلَاةِ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনাবত তথা স্ত্রী সহবাস জনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল শুরু করে প্রথমে বাম হাত দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করলেন, তারপর ছালাতের ওজুর মত ওযু করলেন। ([২]) -বুখারী।

মাসআলা=২৯ ঃ দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করা নিষিদ্ধ। তবে অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কষ্টের কারনে দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করারও অনুমতি রয়েছে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ اِلَّا جَالِسًا .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি একথা বলবে যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করবে না। কারন তিনি সর্বদা বসেই প্রশ্রাব করতেন। ([৩]) -আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ رَاَيْتُنِي اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَاَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَاَشَارَ اِلَيَّ فَجِئْتُهٗ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهٖ حَتّٰى فَرَغَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩৭৪।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল গুস্‌লি, হাদীস নং ২৬০।

[৩] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৯।

হযরত হুযায়ফা(রাঃ) বলেনঃ একদা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আমি যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে এক সম্প্রদায়ের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে গিয়ে পৌছলাম। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম দেয়ালের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। যখন আমি তাঁর থেকে পৃথক হলাম, তিনি আমাকে ইঙ্গিত করে কাছে নিয়ে আসলেন (যেন অন্য থেকে পর্দা হয়) অতঃপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তিনি প্রশ্রাব সেরে নিলেন। ([1]) -বুখারী।

বিঃদ্রঃ দাঁড়িয়ে প্রশ্রাব করার ব্যাপরে বলা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম এর পায়ে ব্যাথা ছিল, যার ফলে তাঁর জন্য বসা অসম্ভব ছিল। অথবা সেখানে বসার মত স্থান ছিল না।

মাসআলা=৩০ ঃ অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে কোন পাত্রে প্রশ্রাব করা জায়েয।

عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ (حسن)

হযরত উমায়মা বিনতে রুক্বায়কা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খাটের নীচে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি রাত্রে পেশাব করতেন। ([2]) -আবুদাউদ, নাসায়ী। (হাসান)

---

[1] সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২২৫।

[2] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৯।

إِزَالَـــــةُ النَّجَـــاسَةِ

নাজাসাত দুর করার মাসায়েল

মাসআলা=৩১ ঃ নাপাকী দুরীভূত করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করা দরকার।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু এবং খানার জন্য ডান হাত ব্যবহার করতেন। আর ইস্তিনজা ও অন্যান্য নাপাকী দুর করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন। ([১]) -আবুদাউদ। (সহীহ)

মাসআলা=৩২ ঃ দুগ্ধ পানকারী ছেলে শিশু কাপড়ে প্রশ্রাব করলে তাতে পানি ছিটিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে। কিন্তু দুগ্ধপানকারী মেয়ে শিশুর প্রশ্রাব অবশ্যই ধুতে হবে।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : ((بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيْعِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ)) قَالَ قَتَادَةُ ﷺ : وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَاِذَا طَعِمَا غُسِلَ جَمِيْعًا .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ (صحيح)

হযরত আলী(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুগ্ধপানকারী শিশুর প্রশ্রাবে পানি ছিটিয়ে দাও এবং মেয়ে শিশুর প্রশ্রাব ধৌত কর। হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেছেনঃ এ আদেশটি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না সে খাওয়া শুরু করে। যখন খাওয়া শুরু করবে তখন উভয়ের প্রশ্রাব অবশ্যই ধুতে হবে। ([২]) -আহমদ, তিরমিযী। (হাসান)

عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِيْ حِجْرِهٖ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى اَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত উম্মে কায়স (রাঃ) নিজের শিশুকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলেন। শিশুটি এখনো খাওয়া দাওয়া ধরেনি। তারপর ছেলেটিকে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৬।

[২] মুনতাকাল আখবার, কিতাবুত্ তাহারাত।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোলে তোলে দিলেন। ছেলেটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে স্থানে শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেন। -মুসলিম। (১)

মাসআলা=৩৩ ঃ কাপড়ে বীর্য বা অন্য কোন (নাপাক) তরল পদার্থ লেগে গেলে, তখন শুধু নাপাকী সমৃদ্ধ জায়গা টুকু ধুয়ে ছালাত আদায় করে নিবে। যদি নাপাকীর কিছু আলামত রয়ে যায় তাতেও কোন অসুবিধা হবে না।

عَنْ عَـائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِيْ ثَوْبِهِ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করতাম। অতঃপর তিনি ছালাতের জন্য চলে যেতেন অথচ তখনো তাঁর কাপড়ে পানির তরলতা দেখা যেত। (২) -বুখারী।

عَنْ عَـائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ اَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ তিনি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করতেন, .অথচ কখনো বীর্যের দাগ রয়ে যেত। (৩) -বুখারী।

মাসআলা=৩৪ ঃ আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাছারাদের পাত্র ধোয়ার সময় অথবা ধোয়ার পরে ‘কালিমা শাহাদাত’ পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা=৩৫ঃ অপারগ অবস্থায় আহলে কিতাবের পাত্র পানি দ্বারা ধুয়ে ব্যবহার করা বৈধ।

عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه اَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا اَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ فَلاَ نَجِدُ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

---

১ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৮৭।

২ সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২২৯।

৩ সহীহ আল্ বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২৩২।

হযরত আবুছা'লাবা খুশানী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা ভ্রমণকারী লোক। ইহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নিপুজকদের জায়গাও আমাদেরকে অতিক্রম করতে হয়। তখন আমরা তাদের পাত্রাদি বিনে অন্য কিছু পাই না। (এমতাবস্থায় আমরা কি করব?) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি তাদের পাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্র না পাও, তাহলে তোমরা পানি দ্বারা ধৌত কর এবং তাতেই পানাহার কর। ([১]) -তিরমিযী। (সহীহ)

মাসআলা=৩৬ ঃ জুতায় নাপাক লেগে গেলে তা মাটিতে ডললে পাক হয়ে যাবে।

মাসআলা=৩৭ ঃ পানি ব্যতীত মাটিও নাপাকীকে দুর করে দেয়।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : ((اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا فَاِنْ رَاٰى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত আবুসাঈদ(রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে আসবে তখন সে জুতা উলটিয়ে দেখবে, যদি তাতে কোন নাপাকী থাকে তাহ'লে তা জমিনে মুছে ফেলবে এবং সেই জুতা পরেই ছালাত আদায় করতে পারবে। ([২]) আহমদ, আবুদাউদ। (সহীহ)।

عَنْ اِمْرَاَةٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ : سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيْقًا قَذِرَةً قَالَ :((فَبَعْدَهَا طَرِيْقٌ اَنْظَفُ مِنْهَا ؟)) قُلْتُ نَعَمْ قَالَ : ((فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ)).رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

আব্দুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ঘর এবং মসজিদের মধ্যখানে নাপাকী সমৃদ্ধ একটি রাস্তা আছে (সেই রাস্তা দিয়ে আসার সময় জুতায় নাপাকী লাগলে কি করতে হবে ?) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এর পরে কি পরিস্কার রাস্তাও আছে? বললঃ হাঁ, আছে। তারপর বললেনঃ তাহলে পরের রাস্তাটি পূর্বের নাপাকীকে দূরীভূত করবে। ([৩]) ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

---

[১] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ১১৮৪।

[২] মুনতাকাল আখবার, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৪।

[৩] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৩১।

মাসআলা=৩৮ ঃ পাত্র ধোয়ার সময় অথবা ধোয়ার পর কালিমা শাহাদাত পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রামণিত নেই।

মাসআলা=৩৯ ঃ কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে সেই পাত্রকে সাতবার ধৌত করতে হবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা ধুইবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''যখন কুকুর পাত্রে মুখ দিবে তখন পাত্রকে সাতবার ধৌত করবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ধুইবে। ([১]) -মুসলিম।

মাসআলা=৪০ঃ জুনুবীকে পবিত্রতা অর্জ্জনের জন্য পানি দ্বারা গোসল করতে হবে। পানি না পেলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যেতে পারে।

হাদীসের জন্য দেখুন মাসআলা নং ১০৯।

মাসআলা=৪১ ঃ কাপড়ে ঋতুস্রাব লেগে গেলে, তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

হাদীসের জন্য দেখুন মাসআলা নং ৭৮।

মাসআলা=৪২ ঃ মৃত হালাল পশুর চামড়া 'দাবাগত' দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়।

عَـنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لَوْ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا)) قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ)). رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ (حسن)

হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, কুরাইশের কিছু লোক মৃত ছাগলকে মৃত গাধার মত টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যদি তুমি এই মৃত ছাগলের চামড়া খুলে নিতে তাহলে খুব ভাল হত। লোকেরা বললঃ এটিতো মৃত। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি এবং কুরয চামড়াকে পবিত্র করে ফেলে। ([২]) -আহমদ, আবুদাউদ। (হাসান)

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল তাহারাত, হাদীস নং ২৭৯।

[২] মুসনাদু আহমদ, ৬/৩৩৪।

বিঃদ্রঃ পানি এবং কুরয দ্বারা চামড়াকে রঙ্গিন করার নাম হল 'দাবাগত'।

মাসআলা=৪৪ ঃ প্রশ্রাবের নাপাকী পানির দ্বারা দুরিভূত হয়।

মাসআলা=৪৫ ঃ জমি শুস্ক হয়ে গেলে নিজে নিজে পবিত্র হয়ে যায়।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ :قَامَ اَعْرَابِیٌّ فَبَالَ فِیْ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((دَعُوْهُ وَهَرِیْقُوْا عَلٰی بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُیَسِّرِیْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِیْنَ)). رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ একদা জনৈক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে পেশাব করল, লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তাকে কিছু বলনা। আর তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমরা সমস্যা সৃষ্টি কিংবা কঠিন করার জন্য প্রেরিত হওনি বরং সহজ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে। ([1]) -বুখারী।

মাসআলা=৪৬ ঃ পানীয় বস্তুতে মাছি পতিত হলে তাকে ভিতরে ডুকিয়ে পরে বের করে দিলে তার নাপাকী দুর হয়ে যাবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِی اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْیَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِیُطْرَحْهُ فَاِنَّ فِیْ اِحْدٰی جَنَاحَیْهِ شِفَاءً وَفِیْ الْآخَرِ دَاءً)) .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِیُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ (صحیح)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন পানীয় বস্তুতে মাছি পতিত হবে, তখন তাকে পূর্ণ ভাবে ডুকিয়ে দাও, তার পর তাকে বাইরে নিক্ষেপ কর। (তার পর পানীয় বস্তু পান করতে কোন বাধা নেই।) কারণ তার এক পাখায় থাকে রোগ নিরাময় অপর পাখায় থাকে রোগ। ([2]) -আহমদ, বুখারী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ।

---

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ২২০।

[2] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্তিব্ব, হাদীস নং ৫৭৮২।

اَلْجَنَـــــابَةُ

জানাবতের মাসায়েল

মাসআলা=৪৭ ঃ পুরুষ এবং নারীর লজ্জাস্থান মিলিত হলে, (অর্থাৎ পুরুষলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করলে) বীর্যস্খলন হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতে গোসল করা আবশ্যক।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১০৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=৪৮ ঃ মহিলা অথবা পুরুষের ইহ্তেলাম তথা স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা আবশ্যক।

হাদীসের জন্য মাসআলা ১০৫ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=৪৯ ঃ মযী বের হলে গোসল ওয়াজিব হয় না বরং লজ্জাস্থান ধুয়ে ওযু করে নেয়াই যথেষ্ট।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَكُنْتُ اَسْتَحْيِيْ اَنْ اَسْئَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنِ الْاَسْوَدِ ﷺ فَسَالَهُ فَقَالَ ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আলী(রাঃ) বলেনঃ আমার বেশী মযী বের হত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাস করতে আমার ভীষণ লজ্জা হত। কারণ তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আমার বিবাহ বন্ধনে ছিল। তাই আমি মিক্বদাদকে মাসআলা বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালাম। সে জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ লজ্জাস্থানকে ধুয়ে ফেলবে এবং ওযু করবে। ([১]) -মুসলিম।

মাসআলা=৫০ ঃ স্ত্রী সহবাসের পূর্বে এই দু'আ পড়বে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاتِيَ اَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[১] মুসলিম শরীফ: ১/৭২, হাদীস নং ৫৮৬।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীসহবাসের ইচ্ছা করে তখন সে এই দু'আ পড়বে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্শাইত্বানা মা রাযাক্বতানা' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ আমরা আল্লাহর নামে সাহায্য প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা কর এবং তুমি আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা কর।' এই দু'আ পড়ে সহবাসের মাধ্যমে যে সন্তান আল্লাহ দান করবেন সে সর্বদা শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। ([1]) -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা=৫১ ঃ স্ত্রীসহবাসের পর পুনরায় সহবাস করার পূর্বে ওযু করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا اَتٰی اَحَدُکُمْ اَھْلَهٗ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ یَعُوْدَ فَلْیَتَوَضَّأْ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি স্ত্রীসহবাস করে পুনরায় স্ত্রীসহবাস করতে চায়, তখন সে যেন ওযু করে নেয়।([2]) -মুসলিম।

মাসআলা=৫২ ঃ জনাবতের গোসলে প্রথমে উভয় হাত ধুতে হবে। তারপরে পাত্রে হাত দিবে। হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১০৭ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=৫৩ ঃ জুনুবী পানিতে হাত দিলে পানি অপবিত্র হয় না।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْھُمَا قَالَ :اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِیِّ ﷺ فِیْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِیُّ ﷺ لِیَتَوَضَّأَ مِنْھَا اَوْ یَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهٗ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّیْ کُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِنَّ الْمَاءَ لَا یُجْنِبُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنِّسَائِیُّ وَالتِّرْمِذِیُّ (صحیح)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবীপত্নীদের কোন একজন এক গামলা পানি দিয়ে জনাবতের গোসল করেছেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং সে অবশিষ্ট পানি থেকে ওযু বা গোসল করতে লাগবেন। তখন নবীপত্নী বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি এই পানি থেকে জনাবতের গোসল করেছি। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

---

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ১৪৩৪।

[2] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৮।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পানি জুনুবী হয় না। ([১]) -আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী। (সহীহ)

মাসআলা=৫৪ ঃ জনাবতাবস্থায় কারো সাথে মুছাফাহা করা, সালাম করা কিংবা কথাবার্তা বলা বৈধ।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ لَقِیَهُ فِیْ بَعْضِ طَرِیْقِ الْمَدِیْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : ((اَیْنَ کُنْتَ یَا اَبَا هُرَیْرَةَ)) ؟ قَالَ : کُنْتُ جُنُبًا فَکَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَکَ وَاَنَا عَلٰی غَیْرِ طَهَارَةٍ ، قَالَ : ((سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ یَنْجُسُ)). رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, মদীনা শরীফের কোন এক গলিতে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তখন তিনি জুনুবী ছিলেন, একারণেই তিনি সেই জায়গা থেকে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে আসলেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবুহুরায়রা তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? তিনি বললেনঃ আমি জানাবতাবস্থায় ছিলাম, তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা ভাল মনে করিনি। তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! মুমিন কোন অবস্থায় অপবিত্র হয় না। ([২]) -বুখারী।

মাসআলা=৫৫ ঃ জনাবতাবস্থায় পানাহারের জন্য হাত ধোয়া যথেষ্ট। তবে ওযু করা উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ کَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ یَّاْکُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ یَدَیْهِ .رَوَاهُ بْنُ مَاجَةَ (صحیح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনাবতাবস্থায় কিছু খেতেন তখন প্রথমে নিজের হাত ধৌত করতেন। ([৩]) -ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا کَانَ جُنُبًا فَاَرَادَ اَنْ یَّاْکُلَ اَوْ یَنَامَ تَوَضَّاَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৬১।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল গোসল, হাদীস নং ২৮৩।

[৩] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৮৩।

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনাবতাবস্থায় কিছু খেতেন, তখন ছালাতের জন্য যেভাবে ওযু করা হয় সেভাবেই ওযু করতেন। ([১]) মুসলিম।

মাসআলা=৫৬ ঃ জুনুবী মসজিদে চলতে পারে, কিন্তু অবস্থান করতে পারবে না।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ اَحَدُنَا يَمُرُّ فِيْ الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا .رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ

হযরত জাবের(রাঃ) বলেনঃ আমরা জনাবতাবস্থায় মসজিদ দিয়ে চলে যেতাম। ([২]) -সাঈদ ইবনু মানছুর।

মাসআলা=৫৭ ঃ জনাবতাবস্থায় মুখে আল্লাহর যিকির করা বৈধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহর যিকির করতেন। ([৩]) -মুসলিম।

মাসআলা=৫৮ ঃ জুনুবীর জন্য কুরআন পাঠ করা কিংবা অন্যকে শিক্ষা দেয়া নিষিদ্ধ।

মাসআলা=৫৯ ঃ পবিত্র ব্যক্তি ওযু ব্যতীত কুরআন পড়তে পারে।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْرِءُ نَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا .رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (صحيح)

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনাবত ব্যতীত অন্য সব অবস্থায় আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। ([৪]) -তিরমিযী।

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৫।

[২] মুনতাক্বাল আখবার, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৯১।

[৩] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩৭৩।

[৪] মুনতাক্বাল আখবার, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৮৫, ৩৮৬। শায়খ আলবানী (রহঃ) এর তাহকীক মতে এহাদীসটি দুর্বল। দেখুন, যয়ীফ তিরমিযী, হাদীস নং ২২।।

মাসআলা=৬০ ঃ জুনুবী ঘুমানোর পূর্বে গোসল করতে না পারলে ওযু করে নেয়া উত্তম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনাবতাবস্থায় ঘুমাতে চাইতেন, তখন লজ্জাস্থান ধৌত করে ছালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। ([১]) -বুখারী।

মাসআলা=৬১ ঃ জুনুবীর জন্য ওযু করে ঘুমানো উত্তম। কিন্তু ওযু না করে ঘুমানোরও অনুমতি আছে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ((هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ ((نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ হযরত উমর (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ জুনুবী কি গোসল ব্যতীত ঘুমাতে পারে? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ, ওযু করে ঘুমাবে। অতঃপর যখন ইচ্ছা উঠে গোসল করবে। ([২]) মুসলিম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلاَ يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُوْمَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَغْتَسِلَ .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো জুনুবী হয়ে ঘুমাতেন, পানি ধরতেন না। অতঃপর উঠে গোসল করতেন। ([৩]) -ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

মাসআলা=৬২ঃ জনাবতের গোসলে প্রথমে উভয় হাত ধুয়ে তার পর পবিত্রতা অর্জন করে ওযু করবে।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১০৭ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=৬৩ ঃ জনাবতের দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করার সময় শেষ হয়ে যায়।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল গোসল, হাদীস নং ২৮৮।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৬।

[৩] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪২১।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১৪৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=৬৪ ঃ জনাবতের গোসলের জন্য পানি পাওয়া না গেলে, গোসলের নিয়তে যে তায়াম্মুম করা হবে তা গোসলের জন্য যথেষ্ট হবে।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ১১০ দ্রষ্টব্য।

اَلْحَيْـــــضُ وَ النَّفَـــاسُ

হায়েয ও নেফাসের মাসায়েল [১]

মাসআলা=৬৫ ঃ হায়েযের দিনসমূহ নির্দিষ্ট নেই। কোন মাসে কম আবার কোন মাসে বেশী হতে পারে।

মাসআলা=৬৬ ঃ হায়েযের শুরু প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট তারিখে হওয়া আবশ্যক নয়। কোন মাসে দেরীতে আরার কোন মাসে তাড়াতাড়ীও হতে পারে।

মাসআলা=৬৭ ঃ প্রত্যেক মহিলার হায়েযের সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

মাসআলা=৬৮ ঃ হায়েয শুরু হওয়া এবং হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়া বয়স, আবহাওয়া এবং মেয়েদের অবস্থা হিসেবে প্রত্যেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :((اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন হায়েয আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন বন্ধ হবে তখন গোসল করে নিবে। ([২]) -নাসায়ী (সহীহ)।

বিঃদ্রঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত ‘যখন হায়েয আসে আর যখন হায়েয বন্ধ হয়’ শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, হায়েয শুরু হওয়া এবং শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট কোন দিন নেই এবং হায়েযের সময়ও নির্দিষ্ট নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মাসআলা=৬৯ ঃ ঋতু অবস্থায় মহিলাদের শরীর ও কাপড় উভয়ই পবিত্র থাকে।

মাসআলা=৭০ ঃ ঋতুবতী মহিলার হাতে তৈরী খাবার খাওয়া, সে তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া এবং মাথায় চিরুনী করা, এমনি ভাবে ঋতুবতী মহিলার উচ্ছিষ্ট খাওয়া বৈধ।

---

[১] ‘হায়েয’ আরবী শব্দ তার আভিধানিক অর্থ হল, প্রবাহিত হওয়া এবং চলে পড়া। শরীয়তের পরিভাষায় ‘হায়েয’ সেই রক্তস্রাব কে বলা হয়, যা প্রত্যেক মাসে মহিলাদের থেকে নির্দিষ্ট সময়ে বিনা কারণে নির্গত হয়।
‘নেফাস’ সেই রক্তকে বলা হয় যা মহিলাদের জরায়ু থেকে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সময় এবং তার পরে নির্গত হয়। মনে রাখবেন শরীয়তে ‘হায়েয’ এবং ‘নেফাস’ এর বিধান প্রায় সমান।

[২] সহীহ সুনান নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৯৬।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ :كُنْتُ اَشْرَبُ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ اَنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلٰى مَوْضِعِ فِيَّ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি হায়েয অবস্থায় পানি পান করতাম। তারপর পাত্রটি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিতাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই স্থানে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন যে স্থানে আমি মুখ দিয়ে পানি পান করেছিলাম। এমনিভাবে হাঁড় থেকে গোস্ত খেয়ে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিতাম এবং তিনি সে স্থান থেকে খেতেন যেখান থেকে আমি খেয়েছি। (১) -মুসলিম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كُنْتُ اَغْسِلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি ঋতুবতী থাকাকালীনও রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথা ধুয়ে দিতাম। (২) -মুসলিম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّكِيءُ فِيْ حِجْرِيْ وَاَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَاُ الْقُرْآنَ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি ঋতুবতী থাকাকালীনও রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়তেন। (৩) -মুসলিম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْنِيْ اِلَيَّ رَاْسَهُ وَاَنَا فِيْ حُجْرَتِيْ فَاُرَجِّلُ رَاْسَهُ وَاَنَا حَائِضٌ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০০।

[২] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ২৯৭।

[৩] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০১।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা আমার দিকে করে দিতেন এবং আমি নিজের কামরায় থেকে তাঁর মাথায় চিরুনী করে দিতাম। (১) -মুসলিম।

মাসআলা=৭১ ঃ হায়েয আবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া বৈধ।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতী অবস্থাতেও নিজের পত্নীগণের সাথে মেলামেশা করতেন। -মুসলিম (২)

মাসআলা=৭২ ঃ ঋতুকালীন সময়ে মহিলাকে হিংসা করা কিংবা তার পানাহারের আলাদা ব্যবস্থা করা অবৈধ।

মাসআলা=৭৩ ঃ ঋতুবতী মহিলার সাথে স্ত্রীসহবাস করা নিষিদ্ধ।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ اَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا اِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِيْ الْبُيُوْتِ فَسَاَلَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِيْ الْمَحِيْضِ ﴾ اِلَى آخِرِ الْاٰيَةِ .فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا النِّكَاحَ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ ইহুদীদের মধ্যে যখন কোন মহিলা ঋতুবতী হত, তখন তারা তার সাথে পানাহার করা এবং ঘরে মেলামেশা করা বন্ধ করে দিত। যখন ছাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হল, আর তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে হায়েয সম্পর্কে। বলে দাও এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক।(সুরা বাক্বারাঃ২২২) তারপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ঋতুকালীন সময়ে স্ত্রীসহবাস ব্যতীত বাকী সব করা যাবে। -মুসলিম (৩)

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ২৯৭।

[২] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ২৯৪।

[৩] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০২।

মাসআলা=৭৪ ঃ ঋতুবতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের বাকী সব কাজ আদায় করতে পারবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ ((مَا يُبْكِيْكِ ؟)) قُلْتُ : لَوَدِدْتُ وَاللّٰهِ اَنِّيْ لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ ،قَالَ ((لَعَلَّكِ نُفِسْتِ ؟)) قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :((فَإِنَّ ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ آدَمَ (عليه السلام) فَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ)) .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জে বের হলাম। 'সারিফ' নামক স্থানে গিয়েই আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে আসলেন তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি হল? আমি বললামঃ যদি এবার আমি হজ্জের নিয়ত না করতাম তাহলে ভাল হত। তিনি বললেনঃ মনে হয় তোমার হায়েয শুরু হয়েছে। আমি বললামঃ হাঁ, তখন তিনি বললেনঃ এটি এমন এক বস্তু যা আদমের মেয়েদের জন্য আল্লাহ তাআ'লা লিখে দিয়েছেন। অতএব পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত 'তাওয়াফ' করবে না বাকী সব কাজ করবে। ([1]) -বুখারী।

মাসআলা=৭৫ ঃ ঋতুবতী মহিলার ছালাত, ছিয়াম শুদ্ধ হবে না।

মাসআলা=৭৬ ঃ ঋতু শুরু হতেই মহিলার ছিয়াম পালন ভঙ্গ হয়ে যায়। যদিও তা সূর্যাস্তের দুয়েক মিনিট পূর্বে হোক।

মাসআলা=৭৭ ঃ হায়েযের কারণে ছিয়াম নষ্ট হলে তখন পানাহার করতে পারবে। কিন্তু পরে আদায় করে দিতে হবে।

মাসআলা=৭৮ ঃ ঋতুবতী মহিলা শুধু ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে, ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে না।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((اَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلٰى قَالَ ((فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا)) .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৫।

হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মহিলার হায়েয আরম্ভ হয় তখন সে ছালাত আদায় করতে পারবে না এবং ছিয়ামও পালন করতে পারবে না। এটি হল মহিলাদের ব্যাপারে দ্বীনের বেলায় অসম্পূর্ণতা।([১]) -বুখারী।

মাসআলা=৭৯ ঃ যদি কোন মহিলা রমযানে ফজরের আযানের পূর্বে হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু গোসলের সময় থাকে না, তাহলে প্রথমে ছিয়াম রাখবে, পরে গোসল করবে।

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ اَنَا وَاَبِىْ فَذَهَبْتُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ لِيُصْبِحُ جُنُبًا مِّنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আবুবকর ইবনু আব্দির রহমান (রাঃ) বলেনঃ আমি আমার পিতার সাথে হযরত আয়েশার (রাঃ) এর কাছে গেলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌তেলাম ব্যতীত স্ত্রীসহবাসের মাধ্যমে জুনুবী হওয়ার পরেও গোসল না করে ছিয়াম পালন করতেন। অতঃপর আমরা উভয়ে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর কাছে গেলাম তখন তিনিও একই কথা বললেন। ([২]) -বুখারী।

মাসআলা=৮০ ঃ কাপড়ে হায়েযের রক্তের দাগ পড়ে গেলে তখন শুধু রক্তযুক্ত স্থানটুকু ধুয়ে সেই কাপড় পরে ছালাত আদায় করা যাবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَتْ اِحْدَنَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلٰى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّىْ فِيْهِ .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন আমাদের মধ্যে কারো কাপড়ে হায়েযের রক্তের দাগ পড়ে যেত, তখন আমরা গোসলের পর রক্তের নিদর্শনটি মুছে ফেলতাম অতঃপর সারা কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতাম এবং সেই কাপড় পরে ছালাত আদায় করে নিতাম। ([৩]) বুখারী।

মাসআলা=৮১ ঃ ঋতুবতী মহিলাদের জন্য মসজিদে আবস্থান করা বৈধ নয়। তবে মসজিদ দিয়ে পথ অতিক্রম করতে পারবে।

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৪।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুছ ছাওম, হাদীস নং ১৯৩১।

[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৮।

মাসআলা=৮২ ঃ ঋতুকালীন অবস্থায় জায়নামায স্পর্শ করা জায়নামাযে বসা, যিকির করা এবং তাসবীহ, তাহলীল ও দুআ' করা বৈধ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ ، قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)) قَالَتْ : فَقُلْتُ اِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ :((اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মসজিদ থেকে জায়নামায নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। আমি বললামঃ আমি তো ঋতু অবস্থায় আছি। রাসুল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হায়েয তোমার হাতে তো নেই। ([1]) -মুসলিম।

বিঃদ্রঃ ঋতুবতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অন্য সব কাজ করতে পারবে। মাসআলা নং ৭৩ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=৮৪ ঃ হায়েযের রক্ত না লাগলে ঋতুবতীর কাপড় পবিত্র থাকবে। সুতরাং তা না ধুয়ে ছালাত আদায় করা যাবে।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلَ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দেন যেন আমরা দু'ঈদে ঋতুবতী এবং পর্দার আড়ালের মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে আসি, ফলে তারা যেন মুসলমানদের সাথে ছালাত এবং দু'আয় শরীক হতে পারেন। তবে ঋতুবতীরা ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। ([2]) -বুখারী ও মুসলিম।

মাসআলা=৮৫ ঃ ঋতুবতী মহিলার চাদর কিংবা দুপাট্টা পরে অন্য মহিলারা ছালাত পড়তে পারে।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَاَنَا حَائِضٌ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চাদরে ছালাত আদায় করতেন, সে কাপড়ের এক অংশ আমার উপর থাকত এবং অপর অংশ থাকত

---

[1] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ২৯৮।

[2] মুসলিম শরীফ : ৩/২৪৪, হাদীস নং ১৯২৬।

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, অথচ তখন আমি ঋতুবতী থাকতাম। ([১]) -বুখারী ও মুসলিম।

মাসআলা=৮৬ ঃ হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি মাটি কিংবা হলুদ বর্ণের পানি বের হয় তাহলে দ্বিতীয় বার গোসল করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ (صحيح)

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেনঃ হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মাটি কিংবা হলুদ বর্ণের পানি বের হওয়াকে আমরা কোন গুরুত্ব দিতাম না। ([২]) -আবুদাউদ। (সহীহ)

মাসআলা=৮৭ ঃ হায়েয থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে অনর্থক তাড়াহুড়া বা অনর্থক বিলম্ব করা ঠিক নয়।

মাসআলা=৮৮ ঃ হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসলে বিলম্ব করার কারণে ছালাত চলে গেলে তার ক্বাযা আদায় করতে হবে।

كُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ اِلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُوْلُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتّٰى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

মহিলারা রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে ডাব্বায় রুই দিয়ে পাঠাতেন যাতে এখনো হলুদবর্ণ থাকত। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)বলতেনঃ যতক্ষণ না পরিস্কার পানি দেখবে ততক্ষণ পবিত্র হয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করবে না। অর্থাৎ হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা ঠিক নয়। ([৩]) -বখারী।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَلَوْ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ وَيَاتِيْهَا زَوْجُهَا اِذَا صَلَّتْ الصَّلاَةُ اَعْظَمُ .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

---

[১] আল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান, ঈদের ছালাত অধ্যায়।

[২] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩০০।

[৩] সহীহ আলবুখারী কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩২০।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ইস্তেহাযাজনিত মহিলা (তার অভ্যাস মত হায়েযের সময় শেষ হওয়ার পর) গোসল করে ছালাত আদায় করে নিবে তখন স্বামী-স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে। কারণ ছালাতের গুরুত্ত অনেক বেশী।''([1]) -বুখারী।

মাসআলা=৮৯ ঃ ঋতুবতী পবিত্রাবস্থায় যেই ছালাতের শুরুর ওয়াক্ত কিংবা শেষ ওয়াক্ত থেকে পূর্ণ এক রাকাত আদায়ের সময় পাবে, তাকে সেই ওয়াক্তের ছালাতের কাযা করতে হবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا جِئْتُمْ اِلَی الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَیْئًا وَمَنْ اَدْرَکَ الرَّکْعَةَ فَقَدْ اَدْرَکَ الصَّلاَةَ)).رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحیح)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা ছালাতে আসবে, তখন আমরা সেজদায় থাকলে সেজদায় চলে যাবে, কিন্তু তাকে রাকাত গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি এক রাকরাত পেল সে পুরা ছালাতের ছাওয়াব পাবে।([2]) -আবুদাউদ। (হাসান)

বিঃদ্রঃ ছালাতের শুরুর ওয়াক্ত পাওয়ার অর্থ হল, যদি কোন মহিলা সুর্যাস্তের এতটুকু পরে ঋতুবতী হয় যে, সে সময়ে মাগরিব ছালাতের একটি রাকাত আদায় করা যাবে, তাকে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর সেই মাগরিবের ছালাতের কাযা আদায় করতে হবে। শেষ সময় পাওয়ার অর্থ হল, যদি কোন মহিলা সুর্যোদয়ের এতটুকু পূর্বে পবিত্র হয় যে, সে সময়ে ফজরের ছালাতের এক রাকাত পড়া যাবে, তখন তাকে সেই ফজরের ছালাতের কাযা আদায় করতে হবে।

মাসআলা=৯০ ঃ কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে তাকে ভাল ভাবে পরিস্কার করে সেই কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে।

মাসআলা=৯১ ঃ কাপড় থেকে হায়েযের রক্ত পরিস্কার করার নিয়ম হল নিম্নরূপঃ

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِیْ بَکْرٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :جَاءَ تِ امْرَاَةٌ النَّبِیَّ ﷺ فَقَالَتْ اِحْدَانَا یُصِیْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَیْضَةِ کَیْفَ تَصْنَعُ بِهِ ؟ فَقَالَ :((تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّیْ فِیْهِ)) .مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ

---

[1] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩৩১।

[2] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৭৯২।

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেনঃ এক মহিলা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললঃ যদি কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায়, তা হলে সে কি করবে? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ প্রথমে তা ভালভাবে নখ দিয়ে আঁচড়ে ফেলবে, তারপর তাতে ছালাত আদায় করে নিবে। ([১]) -বুখারী ও মুসলিম।

মাসআলা=৯২ ঃ হায়েযের সময়কাল কম হোক কিংবা বেশী উভয় অবস্থাতে ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করা অবৈধ।

মাসআলা=৯৩ ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে এক দিনার অর্থাৎ ৪ গ্রাম স্বর্ণ কাফফারা হিসেবে ছদকা করতে হবে। আর হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোসলের পূর্বে স্ত্রীসহবাস করলে তখন অর্ধ দিনার অর্থাৎ ২ গ্রাম স্বর্ণ কাফফারা হিসেবে ছদকা করতে হবে।

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ اَتَی حَائِضًا اَوْ اَمْرَاَةً فِیْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ)) .رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ (صحیح)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী মহিলার সাথে সহবাস করবে কিংবা পিছনের রাস্তা দিয়ে স্ত্রীসহবাস করবে অথবা গণকের কাছে গিয়ে তাকদীর জিজ্ঞাস করে, সে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তকে অস্বীকার করল। ([২]) -তিরমিযী। (সহীহ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِّ ﷺ فِی الَّذِی یَأْتِی امْرَاَتَهُ وَهِیَ حَائِضٌ قَالَ ((یَتَصَدَّقُ بِدِیْنَارٍ اَوْ نِصْفُ دِیْنَارٍ)).رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ (صحیح)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে তখন এক দিনার বা অর্ধ দিনার কাফফারা হিসেবে ছদকা করতে হবে। ([৩]) -ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ ((اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِیْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِیْنَارٍ)) .رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ (صحیح)

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ৩০৭।

[২] সহীহ সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৫।

[৩] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৩৭।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি রক্ত লাল হয়, তাহলে এক দিনার। আর রক্ত হলুদ বর্ণের হলে, তাহলে অর্ধ দিনার। ([১]) -তিরমিযী। (সহীহ)

মাসআলা=৯৪ ঃ ঋতুবতী মহিলার জন্য অনর্গল কুরআন তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। তবে এক এক আয়াত ভেঙ্গে পড়া যাবে।

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَحِمَهُ اللّٰهُ :لاَ بَاسَ اَنْ تَقْرَاَ الْاٰيَةَ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (রাহঃ) বলেনঃ ঋতুবতী মহিলা কুরআন মজীদের এক আয়াত পড়ে ফেললে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। ([২]) -বুখারী।

মাসআলা=৯৫ ঃ ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। যদি স্পর্শ করতেই হয় তা হলে কাপড়ের দ্বারা স্পর্শ করবে।

كَانَ اَبُوْ وَائِلٍ ﷺ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ اِلَى اَبِي رَزِيْنٍ لِتَاتِيَهُ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবুওয়ায়েল(রাঃ) স্বীয় খাদেমাকে তার হায়েয অবস্থায় আবুরযীনের কাছে পাঠাতেন। সে তার কাছ থেকে কুরআন মজীদ নিয়ে আসত, সে কুরআনের রশি ধরে নিয়ে আসত। ([৩]) বুখারী।

মাসআলা=৯৬ ঃ স্বামীর অনুমতি নিয়ে ঔষধ দ্বারা হায়েয জারী করা বা বন্ধ করা বৈধ।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :((لاَ تَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ স্বামী উপস্থিত থাকলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ছিয়াম পালন বৈধ হবে না। (৪[৪])-বুখারী।

---

[১] সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১১৮।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয।

[৩] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয।

[৪] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস নং ৫১৯২।

মাসআলা=৯৭ ঃ ঋতু অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া নিষিদ্ধ।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)) .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) নবী করীম রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জামানায় হায়েয অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ আব্দুল্লাহকে বল যেন তার স্ত্রীর প্রতি রুজু করে এবং হায়েয থেকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত নিজের কাছে রাখে। তারপর ইচ্ছা হলে সহবাস না করে তালাক দিবে অথবা নিজের কাছে রেখে দিবে। আল্লাহ তাআ'লা যে আদেশ দিয়েছেন -মহিলাদেরকে তাদের ইদ্দতের সময় তালাক দাও- তার উদ্দেশ্য হ'ল এই। ([১]) -বুখারী।

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত তালাক, হাদীস নং ৫২৫১।

তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন কিতাবুন নিকাহ ও কিতাবুত তালাক।

أَلْـاِسْتِحَـاضَــــــةُ

ইস্তিহাযার মাসায়েল

মাসআলা=৯৮ ঃ যে মহিলার ইস্তিহাযা পূর্বক হায়েযের সময় জানা থাকে (অর্থাৎ প্রত্যেক মাসে কোন তারিখে আরম্ভ হবে এবং কতদিন থাকবে।) তাকে পূর্বের অভ্যাস মতে হায়েযের দিন গণনা করতে হবে এবং বাকী দিনকে ইস্তিহাযার দিন ধরে নিতে হবে। আর সে সময়ে ইস্তিহাযার হুকুম মতে আমল করতে হবে।

মাসআলা=৯৯ ঃ হায়েযের দিনসমূহ অতিবাহিত হয়ে গেলে ইস্তিহাযাজনিত মহিলাকে পুর্বের নিয়মে ছালাত-ছিয়াম আদায় করতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ :قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لاَ اَطْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِيْ الصَّلاَةَ فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّيْ)) .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ হযরত ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সারা মাসে পবিত্র হতে পারি না। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটি একটি রগের রক্ত, হায়েযের নয়। অতএব যখন হায়েয আরম্ভ হবে তখন শুধু ছালাত ছাড়বে। আর যখন পূর্বের অভ্যাস মতে দিন চলে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং ছালাত আদায় করবে। ([২]) -বুখারী।

মাসআলা=১০০ ঃ যে মহিলার ইস্তিহাযা পূর্বক হায়েযের সময় জানা না থাকে (অর্থাৎ হায়েযের মধ্যে অনিয়ম ছিল, কখনো অতিসত্ত্বর আসত আবার কখনো বিলম্ব হত, কিংবা কখনো পাঁচ দিন, কখনো আট দিন অথবা নয় দিন আসত) তাকে হায়েয এবং ইস্তিহাযার রক্তের বর্ণে পার্থক্য দেখে হায়েয এবং ইস্তিহাযার বিধানাবলী মতে আমল করতে হবে।

মাসআলা=১০১ ঃ ইস্তিহাযাজনিত মহিলাকে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন ওযু করতে হবে।

---

[১] 'ইস্তিহাযা' সেই রক্তকে বলা হয়, যা কোন কোন মহিলা থেকে সারা মাস অনবরত আসতে থাকে কিংবা মাসে দুয়েক দিন মাত্র বন্ধ হয় বাকী সব সময় চালু থাকে। ইস্তিহাযা একটি অসুখ, এই অসুখে আক্রান্ত মহিলাকে মুস্তাহাযা বলা হয়, ইস্তিহাযার বিধি-বিধান হয়েয-নেফাসের বিধি-বিধান থেকে ভিন্ন।

[২] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৬।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ((اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ فَاِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّيْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ)) .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ (حسن)

হযরত ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) বলেনঃ তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাকে রসুল (ছাঃ) বলেছেনঃ যখন হায়েযের রক্ত হবে তখন তা কাল হবে এবং চিনা যাবে। এরূপ হলে ছালাত বন্ধ রাখবে। যদি এছাড়া অন্য কোন রক্ত হয়, তাহলে ওযু করে ছালাত আদায় করবে। কারণ এরক্ত একটি রগ থেকে বের হয়। ([১]) -আবুদাউদ, নাসায়ী। (হাসান)

মাসআলা=১০২ ঃ যেই মহিলার হায়েযের দিন জানা থাকবে না এবং যার হায়েযও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে কোন পার্থক্যও পাওয়া যাবে না তাকে প্রথম বারের হায়েযের দিনগুলো সামনে রেখে প্রত্যেক মাসে সেই দিনই হায়েয শুরু হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে যে দিন তার প্রথম হায়েয এসেছিল। যেমন কোন মহিলার প্রথমবারের হায়েয আরম্ভ হয়েছিল সপ্তম দিনে তাহলে তাকে হায়েয এবং ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সপ্তম দিন থেকেই হায়েযের বিধান মেনে চলা উচিত।

মাসআলা=১০২ ঃ উক্ত ইস্তিহাযাজনিত মহিলাকে তার মত (তার দেশীয়, তার স্থানীয়, তার সমবয়সী কিংবা তার মত সন্তানধারী) অন্যান্য মহিলাদের অভ্যাসকে সামনে রেখে হায়েযের সময়কাল ছয় বা সাত দিন পূর্ণ করে তারপর ইস্তিহাযার বিধান মতে আমল করা উচিত।

عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﷺ قَالَتْ :كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ اُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَاْمُرُنِيْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِيْ الصِّيَامَ وَالصَّلاَةَ ؟ قَالَ ((اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ)) قَالَتْ : هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : ((فَتَلَجَّمِيْ)) قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : ((فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا)) قَالَتْ :هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ : اَيَّهُمَا صَنَعْتِ اَجْزَاَ عَنْكِ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ)) فَقَالَ : ((اِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ فَاِذَا رَاَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّيْ اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ

[১] সহীহ সুনানু আবুদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৬৪।

لَيْـلَةً وَأَيَّـامَهَـا وَصُـوْمِـيْ وَصَـلِّي فَإِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِيْ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ)) .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (حسن)

হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রাঃ) বলেনঃ আমি গুরুতরভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি নবী (ছাঃ) এর কাছে বিধান জিজ্ঞাস করতে এবং ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে আসলাম। আমি আমার বোন যায়নাব বিনতে জাহাশের ঘরে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি গুরুতরভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? এটা আমাকে ছিয়াম-ছালাতে বাধা দিচ্ছে। তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে তুলা ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি। এটা রক্ত শোষণ করবে। হামনা বললেনঃ এটা তদপেক্ষাও বেশী। তিনি বললেনঃ তা হলে তুমি কাপড়ের লাগাম বেধেঁ নাও। হামনা বললেনঃ এটা তদপেক্ষাও বেশী। তিনি বললেনঃ তা হলে তুমি কাপড়ের পট্টি বেধেঁ নাও। তিনি বললেনঃ এটা আরো অধিক গুরুতর, আমি পানি প্রবাহের ন্যায় রক্তক্ষরণ করি। নবী (ছাঃ) বললেনঃ আমি তোমাকে দুটু নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্যে যেটাই তুমি অনুসরণ করবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তা হলে তুমি অধিক জান, কোনটি অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি তাকে বললেনঃ এটা শয়তানের একটা আঘাত ছাড়া আর কিছু নয়। এক- তুমি হায়েযের সময়সীমা ছয় দিন অথবা সাত দিন ধরবে। প্রকৃত ব্যাপারে আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে। অতঃপর তুমি গোসল করবে। তুম যখন মনে করবে যে তুমি পাক হয়ে গেছ, তখন (মাসের অবশিষ্ট) ২৪ দিন অথবা ২৩ দিন ছালাত আদায় করবে এবং ছিয়াম পালন করবে। এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি প্রতি মাসে এরূপ করবে। যেভাবে অন্য মেয়েরা তাদের হায়েয ও পবিত্রতার সময়ে নিজেদের হায়েয ও পবিত্রতার সীমা গণনা করে থাকে। ([1]) -তিরমিযী। (হাসান)

মাসআলা=১০৩ ঃ ইস্তিহাযাজনিত মহিলা গোসলের পর সকল ইবাদত আদায় করতে পারবে।

عَـنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِعْتَـكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাঁর এক স্ত্রী ইতিকাফ করতেন অথচ তিনি ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত ছিল। ([2]) -বুখারী।

মাসআলা=১০৪ ঃ গোসল করার পর ইস্তিহাযাজনিত মহিলার সাথে স্ত্রীসহবাস করা বৈধ।

[1] সহীহ সুনান তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১১০।

[2] কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩০৯।

عَنْ عِكْرِمَةَ ﷺ قَالَ : كَانَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেনঃ উম্মে হাবীবা (রাঃ) ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত ছিল। তার স্বামী (গোসলের পর) তার সাথে সহবাস করত। ([১]) -আবুদাউদ। (সহীহ)

[১] মুনতাকাল আখবার, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৯৬।

اَلْغُسْــــــلُ

গোসলের মাসায়েল

মাসআলা=১০৫ ঃ পুরুষ এবং নারীর লজ্জাস্থান মিলিত হলে, (অর্থাৎ পুরুষলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে প্রবেশ করলে) বীর্যস্খলন হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতে গোসল করা আবশ্যক।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকের চার শাখার (দু'হাত ও দু'পায়ের) সামনে বসে এবং (সঙ্গমে রত হয়ে বীর্যপাতের) প্রয়াস পায়, তখন গোসল ফরয হয়। ([1]) -বুখারী ও মুসলিম।

মাসআলা=১০৬ ঃ নারী কিংবা পুরুষের 'ইহতিলাম' হলে, গোসল করা আবশ্যক।

عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَاَلَتْ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمَرْاَةِ تَرٰى فِىْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا رَاَتْ ذٰلِكَ الْمَرْاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ)) فَقَالَتْ اُمُّ سُلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَتْ :وَهَلْ يَكُوْنُ هٰذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ ((نَعَمْ فَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْاَةِ رَقِيْقٌ اَصْفَرُ فَمِنْ اَيِّهِمَا عَلَا اَوْ سَبَقَ يَكُوْنُ مِنْهُ الشَّبَهُ)) .رَوَاهُ مُسْلِم

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেনঃ তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে ঘুমে পুরুষ যা দেখে তা দেখতে পায়। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ মেয়েলোক যখন ঐরূপ দেখবে তখন সে গোসল করবে। উম্মু সালমা (রাঃ) বলেনঃ এ কথায় আমি লজ্জা বোধ করলাম। তিনি বললেনঃ এরকমও কি হয়? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হ্যাঁ, তা না হলে ছেলে মেয়ে তার সদৃশ কোথেকে হয়? পুরুষের বীর্য গাঢ়, সাদা আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা, হলুদ। উভয়ের মধ্য থেকে যার বীর্য উপরে উঠে যায় অথবা আগে চলে যায় (সন্তান) তারই সদৃশ হয়।([2])-মুসলিম

---

[1] আললুলু'উ ওয়াল মারজান, কিতাবুল হায়েয, গোসল আবশ্যকীয় হওয়া অধ্যায়।

[2] সহীহ মুসলিম ঃ২/৭৮, হাদীস নং ৬০১।

মাসআলা=১০৭ ঃ মনি বের হলে গোসল করা আবশ্যাক।

হাদীসের জন্য মাসাআলা নং ১৫৪ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা=১০৮ ঃ জানাবতের গোসলের জন্য প্রথমে উভয় হাত ধুতে হবে পরে পবিত্রতা অর্জন করে ওযু করবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِيْ الْاِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّاَ مِثْلَ وُضُوْءِهِ لِلصَّلَاةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবত থেকে গোসল করতেন তখন পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বে প্রথমেই তার উভয় হাত ধুইতেন তারপর সালাতের উযুর ন্যায় উযু করতেন। ([১]) -মুসলিম।

মাসআলা=১০৯ ঃ জানাবতের গোসলের জন্য মাছনুন পদ্ধতি হল এইঃ-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَاخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ اَصَابِعَهُ فِيْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّ قَدِ اسْتَبْرَاَ حَفَنَ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জনাবত থেকে গোসল করতেন তখন প্রথমে উভয় হাত ধুতেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধুতেন। তারপর ছালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। তারপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো চুলের গোড়ায় ঢুকাতেন। এমনিভাবে যখন মনে করতেন যে চুল বিজে গেছে তখন মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন। তারপর সমস্থ শরীরে পানি ঢেলে দিতেন। তারপর তাঁর উভয় পা ধুয়ে ফেলতেন। ([২]-মুসলিম ঃ২/৮৩/৬০৯।

মাসআলা=১১০ ঃ জনাবতের গোসলে মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো আবশ্যাক।

---

[১] সহীহ মুসলিম ঃ ২/৮৫, হাদীস নং ৬১২।

[২] সহীহ মুসলিম ঃ ২/৮৩, হাদীস নং ৬০৯।

عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ اَنَّهُمْ اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ ((اَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَاسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اُصُوْلَ الشَّعْرِ وَاَمَّا الْمَرْاَةُ فَلاَ عَلَيْهَا اَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلٰى رَاسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ (صحيح)

হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেনঃ ছাহাবীগণ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জনাবতের গোসলের ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ পুরুষরা মাথা খোলে ধুবে এমনকি চুলের গোড়ায় পর্যন্ত পানি পৌছাবে। আর মহিলাদের চুল খোলা আবশ্যক নয়। বরং সে নিজের উভয় হাত দিয়ে তিন খোঁশ পানি নিজের মাথায় ঢালবে। ([1]) -আবু দাউদ।

বিঃদ্রঃ নেইল পলিশ বা অন্য কোন বস্তু যা শরীর পর্যন্ত পানি পৌছাতে বাধা সৃষ্টি করে তাকে দুর করা ব্যতীত গোসল পূর্ণ হবে না।

মাসআলা=১১১ ঃ জনাবতের গোসলের জন্য পানি পাওয়া না গেলে গোসলের নিয়তে তায়াম্মুম করলে যথেষ্ট হবে।

عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ :((يَافُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟)) فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ ((عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে লোকজন থেকে দুরে একাকি বসে আছে। লোকজনের সাথে ছালাত পড়ে নি। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি লোকজনের সাথে ছালাত পড়নি কেন? সে বললঃ আমি জনাবতরত অবস্থায় আছি এবং পানিও পাই নাই। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর, তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।([2]) -বুখারী।

মাসআলা=১১২ ঃ হায়েয বন্ধ হলে গোসল করা আবশ্যক।

---

[1] সহীহ সুনান আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৩০।

[2] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুত্তায়াম্মুম, ২৪১ অধ্যায়।

عَنْ عَـائِشَةَ رَضِـيَ اللّٰـهُ عَنْهَا اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : ((ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ)) .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ (রাঃ) ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটি একটি রগের রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। অতএব যখন হায়েয শুরু হবে তখন ছালাত ছেড়ে দাও আর যখন শেষ হবে তখন গোসল করে ছালাত আদায় কর। ([১]) -বুখারী।

মাসআলা=১১৩ ঃ ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি অভ্যাস মত হায়েযের দিন গণনা করে গোসল করে নেয়া আবশ্যক।

عَنْ عَـائِشَةَ رَضِـيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَـالَـتْ :اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِـيَ اللّٰـهُ عَنْهَاالَّتِيْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ شَكَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الـدَّمَ فَقَالَ لَهَا ((امْكُثِيْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ)) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আব্দুররহমান ইবনু আউফের (রাঃ) স্ত্রী হযরত উম্মু হাবীবা বিনতু জাহাশ (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা ব্যক্ত করলে তিনি বলেনঃ অভ্যাস মত হায়েযের সময়ের ভিতর ছালাত পড়বে না। হায়েয শেষ হলে গোসল করে নেবে। সুতরাং তিনি প্রত্যেক ছালাতের জন্য গোসল করতেন। ([২]) -মুসলিম।

মাসআলা=১১৪ ঃ হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসল করার নিয়ম নিম্নরূপঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ اَسْمَاءَ سَاَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيْضِ ؟ فَقَالَ ((تَـاْخُذُ اِحْدَاكُنَّ مَاءَ هَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَاسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا

---

[১] সহীহ আলবুখারী, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩২০।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩৩৪।

شَـدِيْدًا حَتّٰى تَبْلُغَ شُئُوْنَ رَاْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا))
فَـقَـالَتْ اَسْمَاءُ وَكَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ فَقَالَ ((سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْنَ بِهَا)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ
اللّٰـهُ عَـنْهَا كَاَنَّهَا تُخْفِىْ ذٰلِكَ تَتَبَّعِيْنَ اَثَرَ الدَّمِ وَسَاَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ((تَاخُذُ مَاءً
فَتَطَهَّـرُ فَتُـحْسِـنُ الـطُّـهُـوْرَ اَوْ تُبْـلِغُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلٰى رَاْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ شُئُوْنَ
رَاْسِهَا ثُمَّ تَفِيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ)) فَقَالَتْ : عَائِشَةُ : نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ
الْحَيَاءُ اَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِىْ الدِّيْنِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আসমা একবার রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেনঃ তোমাদের কেউ পানি এবং বরই-এর পাতা নিয়ে সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভালভাবে রগড়ে ফেলবে যাতে সমস্ত চুলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তার উপর পানি ঢেলে দিবে। তারপর সুগন্ধযুক্ত কাপড় নিয়ে তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা বললঃ তা দিয়ে সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে? তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) তাকে যেন চুপি চুপি বলে দিলেন, রক্ত বের হওয়ার জায়গায় তা বুলিয়ে দিবে। সে জনাবতের গোসল সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেনঃ পানি নিয়ে তদ্বারা সুন্দরভাবে পবিত্র হবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে দিয়ে ভাল করে রগড়ে ফেলবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সর্বাঙ্গে পানি বইয়ে দিবে। আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ আনছারদের মহিলারা কত ভাল, লজ্জা তাদের কে দ্বীনের জ্ঞান থেকে ফিরিয়ে রাখে না। ([১]) -মুসলিম।

মাসআলা=১১৫ ঃ বেনী খোলা ব্যতীত মহিলাদের মাথার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো সম্ভব হ'লে বেনী খোলতে হবে না। আর যদি অসম্ভব হয় তা হ'লে খোলা আবশ্যক।

عَـنْ اُمِّ سَلَـمَةَ رَضِـىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّـىْ اِمْرَاَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ
رَاْسِـى اَفَـاَنْـقُـضُـهُ لِـغُسْـلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ ((لاَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِىْ عَلٰى رَاْسِكِ ثَلاَثَ
حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত উম্মু সালমা (রাঃ) বলেনঃ একবার আমি বললামঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মাথার বেনী তো খুবই মোটা এবং শক্ত। আমি কি জনাবতের গোসলের জন্য তা খুলে ফেলব? তিনি

[১] মুসলিম ঃ ২/৯৭, হাদীস নং ৬৪১।

বললেনঃ না, তোমার মাথায় কেবল তিন আঁজলা পানি ঢেলে দিলেই চলবে। এরপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিবে। এভাবেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। ([১]) -মুসলিম।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا ((اُنْقُضِىْ شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِىْ)) .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ একদা তিনি হায়েয শেষে গোসল করার সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ চুল খুলে গোসল করে নাও। ([২]) -ইবনু মাজাহ।

মাসআলা=১১৬ ঃ হায়েযের গোসল, জনাবতের গোসল কিংবা সাধারণ গোসলের সময় কালিমা শাহাদত পাঠ করা বা ঈমানের গুণাবলী পাঠ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা=১১৭ ঃ জুমার দিন গোসল করা সুন্নাত।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কেউ জুমার ছালাতের জন্য আসবে, তখন সে যেন গোসল করে আসে। ([৩]) -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা=১১৬ ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা মুস্তাহাব।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمْلِهِ الْوُضُوْءُ)) .رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করবে আর তাকে বহন করার পর ওযু করবে।([৪]) -তিরমিযী।

---

[১] মুসলিম ঃ ২/৯৪, হাদীস নং ৬৩৫।

[২] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৫২৩।

[৩] আললু লুউ ওয়ার মারজান, কিতাবুল জুমুআহ, হাদীস নং ৪৮৫।

[৪] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৭৯১।

মাসআলা= ১১৭ ঃ কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার জন্য গোসল করা আবশ্যক।

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ اَنَّهُ اَسْلَمَ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ

হযরত কায়স ইবনু আছিম (রাঃ) বলেনঃ যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পানি এবং কুলের পাতা দিয়ে গোসল করার আদেশ দিলেন। ([1]) -আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী। (সহীহ)

মাসআলা= ১১৮ ঃ গোসলের জন্য পর্দার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَقَالَ : ((اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ حَلِيْمٌ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ فَاِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)) .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ (صحيح)

হযরত ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খোলা মাঠে উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে তাশরীফ আনলেন এবং আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর বললেনঃ আল্লাহ তাআ'লা অনেক ধৈর্যশীল এবং লজ্জাশীল। তিনি লজ্জাশীলতা এবং পর্দাকে ভালবাসেন কাজেই যে ব্যক্তি গোসল করবে সে যেন পর্দা করে গোসল করে। ([2]) -আবুদাউদ, নাসায়ী। (সহীহ)

মাসআলা= ১১৯ ঃ গোসলের সময় কোন মহিলা অন্য মহিলার সতর দেখা কিংবা কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সতর দেখা বৈধ নয়।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ :اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :((لاَ تَنْظُرِ الْمَرْاَةُ اِلٰى عَوْرَةِ الْمَرْاَةِ وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ اِلٰى عَوْرَةِ الرَّجُلِ)) .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

---

[1] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৮২।

[2] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৯৩।

হযরত আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলা যেন অন্য মহিলার সতর না দেখে, আর কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষের সতর না দেখে। ([১]) -ইবনু মাজা।

মাসআলা=১২০ ঃ গোসল বা ওযুর জন্য পানি ব্যবহারের সময় সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلٰى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর জন্য এক 'মুদ' (অর্ধ লিটার) পানি এবং গোসলের জন্য এক ছা' (এক লিটার) থেকে পাঁচ 'মুদ' (তিন লিটার) পর্যন্ত পানি ব্যবহার করতেন। ([২]) -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা=১২১ ঃ সুন্নাত মোতাবেক গোসল করার পর ওযু করার প্রয়োজন হয় না।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنِّسَائِىُّ وَالْحَاكِمُ (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর পুনরায় ওযু করতেন না। ([৩]-আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, হাকেম। (সহীহ)

বিঃদ্রঃ যদি গোসল করার সময় ওযু ভেঙ্গে যায় তাহলে পুনরায় ওযু করতে হবে।

---

[১] সহীহ সুনানু ইবনি মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৫৩৮।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩২৫।

[৩] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪১৭।

أَلْوُضُـــــوْءُ

ওযুর মাসায়েল

মাসআলা=১২২ ঃ ওযু ব্যতীত ছালাত গ্রহণযোগ্য হয় না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّاَ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন হাদস করে (অর্থাৎ ওযু ছুটে যায়) তখন ওযু না করা পর্যন্ত তার ছালাত গ্রহণযোগ্য হয় না। ([১]) -মুসলিম।

মাসআলা=১২৩ ঃ ওযু করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়া আবশ্যাক।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ((لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ (حسن)

হযরত সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি ওযুর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নি, তার ওযু হবে না। ([২])-তিরমিযী। (হাসান)

মাসআলা=১২৪ ঃ ওযুর ফযীলত।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((اِنَّ حَوْضِىْ اَبْعَدُ مِنْ اَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ ، لَهُوَ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ ، وَاَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ وَلاَنِيَتُهُ اَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُوْمِ وَاِنِّىْ لاَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ اِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ)) قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ :((نَعَمْ لَكُمْ سِيْمَا لَيْسَتْ لاَحَدٍ مِّنَ الْاُمَمِ تَرِدُوْنَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُوْءِ.))رَوَاهُ مُسْلِمٌ

---

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্‌তাহারাত, হাদীস নং ২২৫।

[২] সহীহ সুনানুত্‌ তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৪।

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার হাউজ হবে আ'দন থকে আয়লার যত দুরত্ব তার থেকেও বেশী দীর্ঘ। আর তা হবে বরফের থেকেও সাদা এবং দুধ-মধু থেকেও মিষ্টি। আর তার পাত্রের সংখ্যা হবে তারকারাজির চেয়েও অধিক। আমি কিছু সংখ্যক লোককে তা থেকে ফিরিয়ে দিব, যেমনিভাবে লোকেরা তাদের হাউজ থেকে অন্যদেরকে ফিরিয়ে দেয়। ছাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সে দিন কি আপনি আমাদের কে চিনতে পারবেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তোমাদের এমন চিহ্ন হবে যা অন্য কোন উম্মতের হবে না, ওযুর বদৌলতে তোমাদের মুখমন্ডল নূরানী ও হাত পা দীপ্তমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে। ([১])-মুসলিম।

মাসআলা=১২৫ ঃ সুন্নাহ মোতাবেক ওযুর নিয়ম নিম্নরূপঃ

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ﷺ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هٰذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত হুমরান বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) ওযুর জন্য পানি নিলেন এবং প্রথমে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত তিনবার ধৌত করলেন, তারপর নাকে পানি দিলেন এবং ভাল করে নাক পরিস্কার করলেন। তারপর তিনবার মুখ ধৌত করলেন। তারপর কনুই সহ প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত তিন তিন বার ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর টাখনু সহ প্রথমে ডান ও পরে বাম পা তিন তিন বার ধৌত করলেন, তারপর বললেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবেই ওযু করতে দেখেছি। ([২])-বুখারী ও মুসলিম।

মাসআলা=১২৬ ঃ ওযুর পূর্বে নিয়তের প্রচলিত শব্দ نويت أن أتوضأ (নাওয়াইতু আন আতাওযযাআ) বলা হাদীস দ্বারা প্রামাণিত নয়।

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্‌তাহারাত, হাদীস নং ২৪৭।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্‌তাহারাত, হাদীস নং ২২৬।

মাসআলা= ১২৭ ঃ ওযু করার সময় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় প্রচলিত দুআ পাঠ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা= ১২৮ ঃ ওযুর পর এই দুআ' পাঠ করা সুন্নাত।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ وَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَ زَادَ التِّرْمِذِىُّ ((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ))

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযু করে এই দুআ' পড়বে- আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রসূলুহু -সেই ব্যক্তির জন্য বেহেশ্তে আটটি দরজা খোলা থাকবে যেটা দিয়ে ইচ্ছা হয়, প্রবেশ করতে পারবে। ([1])-আহমদ, মুসলিম, আবুদাউদ,তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী নিম্নের দুআ'টুকুও বৃদ্ধি করেছেনঃ আল্লাহুম্মাজ্‌আ'লনী মিনাত্‌তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌আল্‌নী মিনাল্‌ মুতাত্বাহহিরীন। ([2])

মাসআলা= ১২৯ ঃ ওযু করার সময় পানি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

হাদীসের জন্য মাসআলা ১২০ দ্রষ্টব্য।

মাসআলা= ১৩০ ঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওযুর সময় মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((لَوْ لَا اَنْ أَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ)) رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ (صحيح)

---

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৩৪।

[2] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৮।

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের কারণ না হত, তাহলে আমি প্রত্যেক ওযুর সাথে মিসওয়াকের আদেশ দিতাম।([১]) -মালেক, আহমদ,নাসায়ী। (সহীহ)

মাসআলা= ১৩১ ঃ মিসওয়াকের ফযীলত।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) .رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالنِّسَائِيُّ (صحيح)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মিসওয়াক মুখের জন্য পবিত্রতা এবং প্রভূর সন্তুষ্টির কারণ। ([২]) -শাফেয়ী, আহমদ, দারিমী, নাসায়ী।(সহীহ)

মাসআলা= ১৩২ ঃ রোযা না হলে, ওযু করার সময় ভাল ভাবে নাকে পানি পৌছাতে হবে।

মাসআলা= ১৩৩ ঃ উভয় হাত ও উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ এবং দাড়িতে খেলাল করা সুন্নাত।

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَ خَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَ بَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

হযরত লকীত ইবনু ছাবিরা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ভালভাবে ওযু কর, হাত পায়ের আঙ্গুলসমূহে খেলাল কর। আর যদি রোযা না হয়, তাহলে ভালভাবে নাকে পানি পৌছাও। ([৩]) -আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনুমাজাহ। (সহীহ)

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوْءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

---

[১] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৭।

[২] সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৫।

[৩] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৯৯।

হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করার সময় দাঁড়ি মোবারকে খেলাল করতেন। (১) -তিরমিযী।

মাসআলা= ১৩৪ ঃ শুধু চতুর্থাংশ মাথা মসেহ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা= ১৩৫ ঃ গর্দান মসেহ করা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলা= ১৩৬ ঃ সুন্নাহ মোতাবেক মাথা মসেহ করার নিয়ম হল, নিম্নরূপঃ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﷺ فِيْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ : مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَ أَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتّٰى ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانَ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আব্দুল্লাহ উবনু যায়েদ (রাঃ) ওযুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেনঃ অতঃপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত দিয়ে মাথা মসেহ করলেন, উভয় হাত অগ্র-পশ্চাত টেনে শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে, আর নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন। (২) -বুখারী।

মাসআলা= ১৩৭ ঃ মাথার সাথে কান মসেহ করা আবশ্যক।

মাসআলা= ১৩৮ ঃ কান মসেহ এর মাছনুন পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِىْ صِفَةِ الْوُضُوْءِ قَالَ : ثُمَّ مَسَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِهِ وَ اُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ . رَوَاهُ النَّسَائِىُّ (حسن)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মসেহ করলেন। শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে কানের ভিতর ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাইরে মসেহ করলেন। (৩-নাসায়ী। (হাসান)

মাসআলা= ১৩৯ ঃ পাগড়ীর উপর মসেহ করা জায়েয।

---

১ সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৮।

২ সহীহ আলবুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং ১৮০।

সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৯৯।

عَـنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَـوَضَّـأَ فَـمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করলেন, তারপর মাথার সম্মুখভাগ মসেহ করলেন এবং পাগড়ী ও মোজার উপরও মসেহ করলেন। ([1]) -মুসলিম।

বিঃদ্রঃ যে পাগড়ীর মসেহ করা হবে। তাকে ছালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে খুলবে না।

মাসআলা=১৪০ঃ ওযু অবস্থায় পরিহিত জুতা, মোজা এবং জাওরাবের উপর মসেহ করা বৈধ।

মাসআলা=১৪১ ঃ মুকীম তথা স্বীয় বাসস্থানে অবস্থানকারীর জন্য মসেহের সময় এক দিন এক রাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত।

মাসআলা=১৪২ ঃ স্ত্রী সহবাসের কারণে শরীর অপবিত্র হলে, মসেহ এর সময় শেষ হয়ে যায়।

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ وَ مَسَـحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ ۔ (صحيح)

হযরত মুগীরা ইবনু শো'বা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ওযু করার সময় মোজা এবং জুতায় মসেহ করেছিলেন। ([2] --আহমদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজা। (সহীহ)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لاَ نَنْزِعَ خِـفَـافَـنَـا ثَلاَثَةَ اَيَّـامٍ وَ لِيَـالِيَهُنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لٰـكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَ بَوْلٍ وَنَوْمٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنِّسَائِىُّ (صحيح)

হযরত ছাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাঃ) বলেনঃ যখন আমরা সফরে থাকতাম তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত মোজা পরিধান করে রাখার আদেশ দিতেন। পায়খানা প্রশ্রাব বা তন্দ্রায় এই হুকুমে পরিবর্তন হত না। তবে জনাবত তথা

---

[1] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারাত, হাদীস নং ২৭৫।

[2]-সহীহ সুনানু নাসায়ী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১২১।

স্ত্রীসহবাসের কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে তখন মোজা খুলে ফেলার আদেশ দিতেন।([1]) -তিরমিযী, নাসায়ী। (হাসান)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْمًا وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ يَعْنِیْ فِی الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাতের অনুমতি দিয়েছেন। আর মুকীমের জন্য দিয়েছেন একদিন একরাত। ([2]) -মুসলিম।

মাসআলা=১৪৩ ঃ ওযুর অঙ্গগুলোর মধ্যে কোন অংশ শুকনা না থাকা চাই।

عَنْ اَنَسٍ ﷺ قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَ فِیْ قَدَمِهٖ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ لَمْ يَصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَ كَ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِیُّ (صحيح)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, ওযু করার সময় তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনো রয়ে গেছে, তখন তাকে বললেন, "যাও পুণরায় ওযু করে আস"। ([3]) -আবুদাউদ। (সহীহ)

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰی رَجُلاً لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَه فَقَالَ :((وَيْلٌ لِّلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে নিজের পায়ের গিট ধৌত করে নি, তখন বললেনঃ শুকনা গিটগুলোর জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। ([4]) -মুসলিম।

মাসআলা=১৪৪ ঃ ওযু বা গোসলের পর পানি শুকানোর জন্য তোয়ালে ব্যবহার করা, কিংবা না করা উভয় সঠিক আছে।

---

[1] সহীহ সুনানু তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৮৩।

[2] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ২৭৬।

[3] সহীহ সুনানু আবুদাউদ প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৫৮।

[4] সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস নং ৪৬৪।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি কাপড় ছিল, যদ্দারা তিনি ওযুর পর শরীর মোছতেন। ([১]) -তিরমিযী।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فِيْ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَتْ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيْلِ فَرَدَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত মায়মুনা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনাবতের গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের পর স্বীয় পাদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর আমি তাঁকে শরীর মোছার জন্য তোয়ালে দিলাম কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। ([২]) -মুসলিম।

মাসআলা= ১৪৫ ঃ ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো এক থেকে তিন বার পর্যন্ত ধোয়া জায়েয। এর চেয়ে বেশী ধুইলে গুণাহ হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করার সময় ওযুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো এক একবার ধৌত করেছিলেন। ([৩]) -আহমদ, বুখারী, মুসলিম।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ؓ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো দুই দুই বার ধৌত করেছেন। ([৪]) -আহমদ, বুখারী।

---

[১] সুনানুত্ তিরমিযী, কিতাবুত্ তাহারাত।

[২] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল্ হায়েয, হাদীস নং ৬১৩।

[৩] সহীহ আল্‌বুখারী, ১/১১০, হাদীস নং ১৫৪।

[৪] সহীহ আল্‌বুখারী, ১/১১০, হাদীস নং ১৫৫।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﷺ قَالَ : جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ فَاَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَ قَالَ هٰذَا الْوُضُوْءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا فَقَدْ اَسَاءَ وَ تَعَدّٰى وَ ظَلَمَ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ (حسن)

হযরত আমর ইবনু শোআইব (রাঃ) বলেনঃ এক বেদুঈন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ওযুর নিয়ম জানতে চাইল। তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিন তিন বার সকল অঙ্গ প্রতঙ্গ ধুয়ে ওযু করে দেখালেন। অতঃপর বললেনঃ এই হল, ওযু। যে ব্যক্তি এর চেয়ে অতিরিক্ত করবে সে অনিয়ম, সীমালংঘন ও অন্যায় করবে। ([১]) -আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ। (হাসান)

মাসআলা= ১৪৬ ঃ এক ওযু দ্বারা কয়েক ছালাত আদায় করা যায়।

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিবসে এক ওযু দ্বারা কয়েক ছালাত পড়েছেন। ([২]) -মুসলিম।

মাসআলা= ১৪৭ঃ ওযুর পর অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা বা বেহুদা কার্যাদি থেকে বিরত থাকা চাই।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ فِيْ صَلاَةٍ .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ (صحيح)

হযরত কাআ'ব ইবনু উজরা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ ওযু করে মসজিদের দিকে যাত্রা করবে, তখন রাস্তায় আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে চলবে না, কারণ ওযুর পর সে ছালাতরত আবস্থায় থাকে। ([৩]) -আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবুদাউদ। (সহীহ)

---

[১] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩৩৯।

[২] সহীহ মুসলিম, ২/৪৯, হাদীস নং ৫৩৩।

[৩] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৫২৬।

মাসআলা=১৪৮ঃ হেলান দেয়া ব্যতীত অন্য অবস্থায় ঘুম আসলে তাতে ওযু বা তায়াম্মুম নষ্ট হবে না।

عَنْ اَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُوْسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَ لَا يَتَوَضَّؤُوْنَ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীগণ ইশার ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতে করতে তাদের তন্দ্রা চলে আসত। তখন তারা পুনরায় ওযু না করে ছালাত আদায় করে নিতেন। ([1]) -আবুদাউদ, দারাকুতনী।

মাসআলা=১৪৯ ঃ শুধু সন্দেহের কারণে ওযু ভাঙ্গে না।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِىْ بَطْنِهٖ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের কেউ পেটে অসুবিধা বোধ করে বা বাতকর্ম হয়েছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ হয় তা হলে যতক্ষণ দুর্গন্ধ না পাবে বা কোন শব্দ না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওযুর জন্য মসজিদ থেকে বের হবে না। ([2]) -মুসলিম।

মাসআলা=১৫০ ঃ স্ত্রীকে চুম্বন করলে ওযু ভঙ্গ হয় না। তবে শর্ত হল প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখতে হবে।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهٖ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ (صحيح)

---

[1] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১৮৩।

[2] মুখতাছার মসলিম, হাদীস নং ১৫০।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদেরকে চুম্বন করতেন এবং পুনরায় ওযু না করে ছালাত আদায় করতেন। ([1]) -আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। (সহীহ)

মাসআলা= ১৫১ ঃ আগুন দ্বারা প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহার করলে ওযু নষ্ট হবে না। তবে উটের গোস্ত খাওয়ার পর ওযু করা উত্তম।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ ((اِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَ اِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ)) قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ ؟ قَالَ ((نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ

হযরত জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, ছাগলের গোস্ত খেলে ওযু করতে হবে কি ? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ করতেও পার এবং নাও করতে পার। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাহলে উটের গোস্ত খেলে কি ওযু করতে হবে ? রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ উটের গোস্ত খেয়ে ওযু কর। ([2]) -আহমদ, মুসলিম।

মাসআলা= ১৫২ঃ কাপড়ের আড়াল ব্যতীত পুরুষাঙ্গে হাত লাগলে ওযু ভেঙ্গে যায়, অন্যথায় নয়।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ((مَنْ أَفْضٰى بِيَدِهٖ اِلٰى ذَكَرِهٖ لَيْسَ دُوْنَهٗ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ)) رَوَاهُ اَحْمَدُ (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা(রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাপড়ের আড়াল ব্যতীত স্বীয় পুরুষাঙ্গে হাত লাগাবে তার জন্য ওযু করা দরকার। ([3]) - আহমদ।

মাসআলা= ১২৩ ঃ চর্বিযুক্ত খাবার খেলে কুল্লি করা উত্তম।

---

[1] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৮৫।

[2] মুখতাছারু মুসলিম, হাদীস নং ১৪৬।

[3] নায়লুল আউতার, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ২৫৫।

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ :((اِنَّ لَهُ دَسَمًا)) .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করে কুল্লি করলেন এবং বললেনঃ এতে চরবি রয়েছে। (১) -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা= ১৫৪ ঃ মযী বের হলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যায়।

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ :((مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ)) .رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেনঃ মযী বের হলে ওযু করা আবশ্যক আর মনি বের হলে গোসল করা আবশ্যক। (২) -তিরমিযী। (সহীহ)

মাসআলা= ১৫৫ ঃ যদি চিরস্থায়ী অসুস্থতার কারণে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব হয়। তাহলে সে অবস্থাতে ছালাত পড়বে। তবে এমতাবস্থায় প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন ওযু করা আবশ্যক।

হাদীসের জন্য মাসআলা নং ৯৮দ্রষ্টব্য।

মাসআলা= ১৫৬ ঃ বাতকর্ম হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ((لاَ وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ)) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (صحيح)

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যতক্ষণ শব্দ হবে না বা গন্ধ হবে না ততক্ষণ ওযু করতে হবে না। (৩) -তিরমিযী।

---

১ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, হাদীস নং ৩৫৮।

২ সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৯৯।

৩ সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৬৪।

اَلتَّيَمُّــــــمُ

তায়াম্মুমের মাসায়েল

মাসআলা= ১৫৭ ঃ পানি পাওয়া না গেলে ওযুর স্থলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা যাবে।

মাসআলা= ১৫৮ ঃ ওযু বা গোসল কিংবা উভয়ের জন্য একই তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে।

মাসআলা= ১৫৯ ঃ উভয় হাত দু'বার মাটিযুক্ত স্থানে মেরে প্রথমে মুখমন্ডল, অতঃপর উভয় হাতে মুছে নিলে তায়াম্মুম পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

عَنْ عَـمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ قَـالَ بَـعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِـيْ حَـاجَةٍ فَـاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ ((اِنَّمَا كَـانَ يَـكْـفِيْكَ اَنْ تَـقُـوْلَ بِيَدَيْكَ هٰكَذَا)) ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

হযরত আম্মার ইবনু য়াসির (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন, তথায় আমার স্বপ্নদোষ হল কিন্তু আমি পানি পাচ্ছিলাম না, তখন আমি গোসলের জন্য তায়াম্মুমের নিয়তে চতুস্পদ জন্তুর মত কয়েকবার এদিক সেদিক মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে ঘটনা বললাম, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ তোমার জন্য এতটুকু যথেষ্ট ছিল যে, পবিত্র মাটিতে একবার হাত মেরে উভয় হাত এবং মুখমন্ডলকে মসেহ করে ফেলতে। অতঃপর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করে দেখালেন। ([১]) -বুখারী, মুসলিম।

মাসআলা= ১৬০ ঃ অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করা যায়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً اَصَابَهُ جُرْحٌ فِيْ رَاسِهٖ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُـمَّ اَصَـابَـهُ اِحْتِلَامٌ فَـاُمِـرَ بِالْاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَـقَالَ : ((قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعَيِّ السُّؤَالُ)) .رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ(حسن)

---

[১] মুসলিম, কিতাবুল হায়েয, তায়াম্মুম অধ্যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হল, লোকেরা তাকে গোসল করার আদেশ দিল। যখন সে গোসল করল তখন তার মাথার কষ্ট বেড়ে গেল এমনকি সে মৃত্যু বরণ করল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘটনা জানতে পেরে বললেনঃ লোকজনকে আল্লাহ ধ্বংস করুক, তারা তাকে মেরে ফেলল। অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞাসা করা। ([১]) -আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম।

মাসআলা= ১৬১ ঃ খুব বেশী ঠান্ডার কারণে তায়াম্মুম করা যায়।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ اَنَّـهُ لَمَّا بُعِثَ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ قَالَ :احْتَلَمْتُ فِيْ لَيْـلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ فَاَشْفَقْتُ اِنِ اغْتَسَلْتُ اَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِاَصْحَابِيْ صَلاَةَ الصُّبْـحِ فَلَـمَّا قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَكَـرُوْا ذٰلِكَ لَـهُ فَـقَـالَ : ((يَاعُمْرُو صَلَّيْتَ بِـاَصْـحَـابِكَ وَاَنْـتَ جُنُبٌ ؟)) فَقُلْتُ ذَكَرْتُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوْ اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ (صحيح)

হযরত আমর ইবনু আছ (রাঃ) বলেনঃ আমাকে 'সালাসিল' যুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল। রাস্তায় স্বপ্নদোষ হল, রাত্রে খুব ঠান্ডা ছিল। গোসল করলে মৃত্যুর ভয় ছিল। অতএব আমি তায়াম্মুম করে ফজরের ছালাত পড়ালাম। যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমর ! তুমি কি জুনুবী অবস্থায় ছালাত পড়ালে ? আমি বললামঃ কুরআনের এ আয়াতটি আমার স্মরণ হয়ে গেল- লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে পতিত করিও না। আল্লাহ তো অনেক বড় মেহেরবান।- তারপর আমি তায়াম্মুম করে ছালাত পড়ালাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুছকি হাঁসলেন আর কিছু বললেন না। ([২]) -আহমদ, আবুদাউদ।

মাসআলা= ১৬২ ঃ পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যায়।

---

[১] সহীহ সুনানু ইবনু মাজাহ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৪৬৪।

[২] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ৩২৩।

عَنْ اَبِیْ ذَرٍ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :((اِنَّ الصَّعِیْدَ الطَّیِبَ طُھُوْرُ الْمُسْلِمِ وَاِنْ لَّمْ یَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِیْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیُمِسَّهٗ بَشَرَتَهٗ فَاِنَّ ذٰلِکَ خَیْرٌ .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِیُّ (صحیح)

হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্র মাটি মুসলমানকে পবিত্র করে দেয়, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না মিলে। কিন্তু যখন পানি পাবে তখন পানি দিয়ে শরীর ধোয়া চাই। কারণ পানির ব্যবহার উত্তম। ([১]) -আহমদ, তিরমিযী।

বিঃদ্রঃ তায়াম্মুমের বাকী মাসায়েল ওযুর মাসায়েলের মতই।

[১] সহীহ সুনানুত তিরমিযী, প্রথম খন্ড, হাদীস নং ১০৭।

مَسَائِلٌ مُتَفَرِّقَــــــةٌ

বিবিধ মাসায়েল

মাসআলা= ১৬৩ ঃ হিংস্র পশুর চামড়া দিয়ে তৈরী কোট, কম্বল, গালিচা, হাতব্যাগ এবং জুতা ইত্যাদি ব্যবহার করা নিষেধ।

عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ اُسَامَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ .رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْدَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ وَزَادَ تِرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ :اَنْ تُفْتَرَش (صحيح)

হযরত আবুমলীহ ইবনু উসামা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশুর চামড়া ব্যবহার করা নিষেধ করেছেন। -আহমদ, আবুদাউদ, নাসায়ী।([১]) তিরমিযী এবং দারিমী একথা বৃদ্ধি করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র পশুর চামড়া নিচে বিছানো থেকে নিষেধ করেছেন। (সহীহ)

মাসআলা= ১৬৪ ঃ খাৎনা করা, নাভীর নীচের লোম কর্তন করা, নখ কাটা, বগলের লোম পরিস্কার করা এবং গোফ কাটা সুন্নাত।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ পাঁচটি বস্তু প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। (১) খাৎনা করা। (২) নাভীর নীচের লোম কর্তন করা। (৩) নখ কাটা, (৪) বগলের লোম পরিস্কার করা এবং (৫) গোফ কাটা।([২]) -মুসলিম।

মাসআলা= ১৬৫ ঃ মুসলিম পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত চল্লিশ দিন নখ না কাটা নিষিদ্ধ।

---

[১] সহীহ সুনানু আবিদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং ৩৪৮০।

[২] মুসলিম, কিতাবুত্‌তাহারাত, খিছালুল ফিতরাত অধ্যায়, ২/৩১/৪৮৮।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ :وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمِ الْاَظْفَارِ وَنَتْفِ الْاِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ اَنْ لاَ نَتْرُكَ اَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেনঃ আমাদের জন্য গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের কেশ পরিস্কার করা এবং নাভীর নীচের চুল কাটার ব্যাপারে সময় সীমা চল্লিশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। ([1]) -মুসলিম।

মাসআলা= ১৬৬ ঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখা এবং গোফঁ কাটার আদেশ দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ اَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَوْفُوْا اللِّحٰى)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধাচারণ কর, গোঁফ কাট আর দাড়ি পূর্ণ কর।([2]) -মুসলিম।

মাসআলা= ১৬৭ ঃ ঘুম থেকে উঠার পর প্রথমে তিনবার হাত ধুয়ে তারপর অন্যকোন বস্তুকে স্পর্শ করবে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ :((اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِىْ الْاَنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَاِنَّهٗ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠবে তখন তিনবার হাত না ধুয়ে পাত্রে হাত দিবে না। কেননা রাত্রে তার হাত কোথায় কোথায় লেগেছে তা তো জানা নেই। ([3]) -মুসলিম।

মাসআলা= ১৬৮ ঃ মুসলমানের ঘাম এবং চুল পবিত্র।

---

[1] মুসলিম, কিতাবুত্‌তাহারাত, খিছালুল ফিতরাত অধ্যায়, ২/৩১/৪৯০।

২ মুসলিম, কিতাবুত্‌তাহারাত, ২/৩২/৪৯৩।

৩ মুসলিম, কিতাবুল্লিবাস, হাদীস নং ২/৪৯/ ৫৩৪।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلٰى ذٰلِكَ النِّطَعِ فَاِذَا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهٖ وَشَعْرِهٖ فَجَمَعَتْهُ فِىْ قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِىْ سُكَّةٍ .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেনঃ হযরত উম্মু সুলাইম (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বিছানা বিছাতেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন দুপুরে তার উপর বিশ্রাম নিতেন। যখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হতেন তখন হযরত উম্মু সুলাইম (রাঃ) তাঁর চুল এবং ঘাম একটি শিশিতে একত্রিত করে নিতেন এবং সুগন্ধির সাথে মিলাতেন। ([1])--বুখারী।

মাসআলা= ১৬৯ ঃ ঘুম থেকে উঠার পর হাত-মুখ না ধুয়ে কিংবা ওযু না করে মুখস্ত কুরআন তেলাওয়াত করা, যিকির করা অথবা দোয়া করা বৈধ।

عَنْ كُرَيْبٍ مُوْلٰى بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ : فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهٖ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ একদা তিনি তাঁর খালা হযরত মায়মুনা (রাঃ) এর কাছে রাত্রি যাপন করলেন। তিনি বলেনঃ আমি বালিশের প্রস্তের দিকে ঘুমালাম আর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রী দৈর্ঘ্যের দিকে শুয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্ধরাত পর্যন্ত ঘুমানোর পর উঠে গেলেন এবং হাত দ্বারা চোখ থেকে ঘুমের নিদর্শন দুর করলেন অতঃপর সুরা আলে ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তারপর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লটকানো এক মশকের কাছে গিয়ে শান্তি পূর্ণ ভাবে ওযু করে ছালাত আদায় করলেন। ([2]) -মুসলিম।

---

[1] সহীহ আলবুখারী, কিতাবুল ইস্তিযান, হাদীস নং ৬২৮১।

[2] মুসলিম, কিতাবু ছালাতিল মুসাফিরীন, হাদীস নং ৭৬৩।

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : ((بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَى ،وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ : ((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ)) رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমতেন তখন বলতেনঃ باسمك اللهم أموت وأحيا 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহয়া'। -অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নামের বরকতে ঘুমাই এবং জাগ্রত হই। আর যখন জাগ্রত হতেন তখন বলতেন,"الحمد لله الذي أحيانا بعد ما اماتنا و إليه النشور" আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আহয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্নুশুর'' অর্থাৎ আল্লাহর অনেক শোকর যে, তিনি আমাদেরকে ঘুমানোর পর পুনরায় জাগ্রত করলেন। আর আমাদের সবাইকে মৃত্যুর পরে তাঁর কাছেই যেতে হবে। ([১]) -বুখারী।

মাসআলা=১৭০ ঃ বাল্যকালে কোন কারণে খৎনা না করে থাকলে জীবনের কোন এক সময়ে খৎনা করে নিতে পারবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ (عليه السلام) وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّوْمِ)) .رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আশি বৎসর বয়সে কুড়াল দিয়ে খৎনার কাজ সম্পন্ন করে ছিলেন। ([২]) -বুখারী।

মাসআলা=১৭১ ঃ মাথার কিছু অংশ মুন্ডন করা এবং আর কিছু ছেড়ে দেয়া নিষিদ্ধ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قِيْلَ لِنَافِعٍ مَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

---

[১] সহীহ আল্‌বুখারী, কিতাবুদ্দা'ওয়াত, হাদীস নং ৬৩১২।

[২] সহীহ আল্‌বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস নং ৩৩৫৬।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কুযা' কে নিষেধ করেছেন। নাফে থেকে জিজ্ঞাসা করা হল 'কুযা' কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ ছেলেদের চুলের এক অংশ মুন্ডন করে বাকী অংশ ছেড়ে দেয়া। ([১]) --বুখারী, মুসলিম।

[১] সহীহ আলবুখারী, কিতাবল্লিবাস, হাদীস নং ৫৯২০।

اَلْاَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ

দূর্বল ও জ্বাল হাদীস সমূহ

① حَبَّذَا السِّوَاكُ يَزِيْدُ الرَّجُلُ فَصَاحَةً.

১। ''মিসওয়াকের ব্যবহার কতইনা ভাল, মানুষের বাকপটোতা বৃদ্ধি করে''।

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জাল। (আল ফাওয়ায়িদ' শাওকানী, হাদীস নং ২০)

② غَسْلِ الْإِنَاءِ وَطُهْرِ الْفِنَاءِ يُوْرِثَانِ الْغِنٰى .

২। ''বর্তন ধোয়া উঠান পরিস্কার করা ধর্ণাঢ্যতার কারণ।''

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬।]

③ اَلْوُضُوْءُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَمِنَ الْغَائِطِ مَرَّتَيْنِ وَمِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثًا .

৩। ''প্রশ্রাবের পর একবার ওযু করা দরকার। পায়খানার পর দুইবার ওযু করা দরকার এবং জনাবতের পর তিনবার ওযু করা দরকার''।

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭।)

④ اَلْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ ثَلَاثًا فَرِيْضَةٌ لِّلْجُنُبِ .

৪। ''তিনবার কুল্লি করা, তিনবার নাকে পানি দেয়া জুনুবীর জন্য ফরজ।''

আলোচনা ঃ এ হাদীসটি জ্বাল। (প্রাগুক্ত,)

⑤ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ عَرَضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا

৫। ''নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর-নীচ করে মিসওয়াক করতেন। আর ডুক ধরে পানি পান করতেন।''

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৪)

⑥ بُنِيَ الدِّيْنُ عَلَى النَّظَافَةِ

৬। ''পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর দ্বীনের ভিত্তি রাখা হয়েছে''।

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৭।)

⑦ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلاَلاً اَعْطَاهُ اللّٰهُ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابُ اَلْفِ شَهِيْدٍ

৭। ''যে ব্যাক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর গোসল করেছে আল্লাহ তাআ'লা তাকে সাদা মুক্তার একশ' মহল প্রদান করবেন আর পানির প্রত্যেক বিন্দুর পরবর্তিতে তার আমল নামায় সহস্র শহীদের ছাওয়াব দান করবেন।''

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৫।)

⑧ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اسْتَاكَ قَالَ : ((اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سِوَاكِيْ رِضَاكَ عَنِّيْ وَاجْعَلْهُ لِيْ طُهُوْرًا وَتَمْحِيْصًا وَتَبْيَضُ وَجْهِيْ كَمَا تَبْيَضُ بِهِ اَسْنَانِيْ))

৮। ''নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিসওয়াক করতেন তখন বলতেনঃ হে আল্লাহ! আমরা মিসওয়াককে তোমার সন্তুষ্টির কারণ করে দাও, আর শরীরের জন্য পবিত্রতা ও পাপ মোচনের কারণ করে দাও এবং আমার চেহারাকে এমনভাবে উজ্জল কর যেভাবে আমার দাতকে করেছ ।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। (প্রাগুক্ত, ৩৬)

⑨ يَا اَنَسُ اُدْنُ مِنِّيْ اُعَلِّمُكَ مَقَادِيْرَ الْوُضُوْءِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَلَمَّا غَسَلَ يَدَيْهِ قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَلَمَّا اسْتَنْجَى قَالَ :اَللّٰهُمَّ اَحْصِنْ فَرْجِيْ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِيْ فَلَمَّا تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ قَالَ :اَللّٰهُمَّ لَقِّنِيْ حُجَّتِيْ وَلاَ تَحْرِمْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ قَالَ :اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ فَلَمَّا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَالَ :اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ فَلَمَّا مَسَحَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ تَغَشَّنَا بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنَا عَذَابَكَ .فَلَمَّا غَسَلَ قَدَمَيْهِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ يَوْمَ تَزُوْلُ الاَقْدَامِ

৯। 'হে আনাস! আমার নিকটে আস, আমি তোমাকে ওযুর নিয়ম শিক্ষা দিব। আমি নিকটে গেলাম, তখন রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত ধৌত করলেন এবং বললেনঃ বিসমিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ' অতঃপর যখন ইস্তিঞ্জা করলেন তখন বললেনঃ আল্লাহুম্মা লাক্কিনী হুজ্জাতী ওয়ালা তাহরিমনী রায়িহাতাল জান্নাতি' অতপর যখন চেহারা ধৌত করলেন তখন বললেন: আল্লাহুম্মা আতিনী

কিতাবী বিয়মীনি আর যখন মাথা মসেহ করলেন তখন বললেনঃ 'আল্লাহুম্মা তাহাশ্‌শানা বিরাহমাতিকা ওয়া জান্নিবনা আযাবাকা আর যখন পা ধৌত করলেন, তখন বললেনঃ আল্লাহুম্মা ছাব্বিত কাদামী ইয়াউমা তাযুলুল আক্বদাম।''

আলোচনা ঃ এই হাদীসটি জ্বাল। (প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৩।)

⑩ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ﷺ قَالَ :دَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : ((يَا عَلِيُّ اغْسِلِ الْمَوْتٰى فَاِنَّهُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُفِرَ لَهُ سَبْعُوْنَ مَغْفِرَةً لَوْ قُسِّمَتْ مَغْفِرَةٌ مِنْهَا عَلٰى الْخَلَائِقِ لَوَسَعَتْهُمْ قُلْتُ :يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا يَقُوْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ؟ قَالَ :يَقُوْلُ : غُفْرَانَكَ يَا رَحْمٰنُ ،حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْغُسْلِ .

১০। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে বললেন: হে আলী ! মৃতদের গোসল দাও, কেননা যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিবে তাকে সত্তর বার ক্ষমা করতে হবে। যদি একটি ক্ষমাকে পৃথিবীবাসীর উপর বন্টন করা হয়, তাহলে তা সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃতকে গোসল দেয়ার সময় কোন দোয়াটি পড়তে হয়? তিনি বললেনঃ গোসল থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত "غفرانك يارحمن" ''গোফরানাকা ইয়া রাহমানু'' বলতে থাকবে।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। আল্‌ মাওযূআত ইবনুল জৌযী, ২য় খন্ড, তাহারাত অধ্যায়।

⑪ مَسْحُ الرَّقَبَةِ اَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ

১১। ''গর্দান মসেহ করা খেয়ানত থেকে রক্ষা করে।''

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। (সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ৬৯।)

⑫ مَنْ اَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِىْ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُصَلِّ فَقَدْ جَفَانِىْ وَمَنْ صَلّٰى وَلَمْ يَدْعُ لِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ وَمَنْ دَعَانِىْ فَلَمْ اُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَانٍ)) .

১২। যে ব্যক্তির ওযু ভেঙ্গে গেছে কিন্তু সে ওযু করে নি সে আমার উপর অত্যাচার করল, আর যে ওযু করল কিন্তু নামায পড়ল না সেও আমার উপর অত্যাচার করল। আর যে নামায পড়ল কিন্তু আমার উপর দরূদ পড়ল না সেও আমার উপর অত্যাচার করল। আর যে আমার উপর দরূদ পড়ল কিন্তু আমি তার উত্তর দিলাম না তা হলে আমি তার উপর অত্যাচার করলাম কেননা আমার প্রভু অত্যাচারী নয়।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৪৪।]

⑬ ((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاشْرَبُوْا اَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ وَلاَ تَنْفُضُوْا اَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانَ))

১৩। ''যখন তোমরা ওযু করবে তখন চোখকে ভালভাবে পানি দ্বারা সিক্ত করবে। আর হাত থেকে পানি ঝড়াবে না। কারণ হাত হল শয়তানের পাখা।''

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। ((সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ৯০৩।)

⑭ ((اِغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَوْ كَاْسًا بِدِيْنَارٍ))

১৪। ''জুমার দিন অবশ্যই গোসল করা যদিও এক পেয়ালা পানি এক দিনার দিয়ে ক্রয় করতে হয়।

আলোচনাঃ এ হাদীসটি জ্বাল। ((সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ১৫৮।)

⑮ ((مِنَ السُّنَّةِ اَنْ لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ اِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الْاُخْرٰى))

১৫। 'সুন্নাত হল এক তায়াম্মুম দ্বারা শুধু এক নামায আদায় করা । আর অন্য নামাযের জন্য পুনরায় ওযু করবে।''

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬২৯]।

⑯ ((مَنْ بَاتَ عَلٰى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيْدًا))

১৬। ''যে ব্যক্তি ওযু করে ঘুমাল এবং সে রাত্রে মৃত্যু বরণ করল, সে শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।''

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬২৯।]

⑰ ((مَنْ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالْاَغْلاَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

১৭। যে ব্যক্তি ওযুর সময় গর্দন মসেহ করল তাকে কিয়ামতের দিন শিকলের শাস্তি দেয়া হবে না।

আলোচনাঃ এই হাদীস টি জাল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৭৪৪।]

⑱ مَنْ اَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِيْ الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ كِفْلاَنِ وَمَنْ اَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِيْ الْحَرِّ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ كِفْلٌ))

১৮। ''যে ব্যক্তি শীতের সময় ওযু করবে সে দ্বিগুণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি খুব গরমে ওযু করবে সে এক গুণ ছাওয়াব পাবে।''

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮৪০।]

⑲ ((مَنْ قَرَأَ فِيْ أَثْرِ وُضُوْءٍ : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ مَرَّةً وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كُتِبَ فِيْ دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاثًا حُشِرَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ))

১৯। ‘‘যে ব্যক্তি ওযু করার পর ‘ইন্না আনযালনা’ অর্থাৎ ‘সূরা ক্বদর’ একবার পড়বে, সে সিদ্দীকদের অন্তর্ভূক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি দু’বার পড়বে তার হাশর হবে শহীদগণের সাথে। আর যে ব্যক্তি তিনবার পড়বে তার হাশর হবে নবীদের সাথে।

আলোচনাঃ এই হাদীসটি জ্বাল [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৪৯।]

⑳ ((قَصُّوْا أَظْفَارَكُمْ ، وَادْفِنُوْا قُلامَتِكُمْ ، وَنَقُّوْ بَرَاجِمَكُمْ ، وَنَظِّفُوْا لِثَاثَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاسْتَاكُوْا ، وَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيَّ قُحْزًا بُخْرًا))

২০। ‘‘স্বীয় নখ কাট এবং কাটা নখ দাফন কর, আঙ্গুলের জোড় পরিস্কার কর এবং দাতের মাড়ি পরিস্কার কর এবং মিসওয়াক কর।’’

আলোচনাঃ এই হাদীসটি দূর্বল। [প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৭২।]

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তাফহীমুস্‌সুন্না সিরিজের গ্রন্থ সমূহঃ

(১) কিতাবুত্‌ তাওহীদ

(২) ইত্তেবায়ে সুন্না

(৩) কিতাবুত্‌ ত্বাহারা

(৪) কিতাবুস্‌ সালা

(৫) কিতাবুস্‌ সিয়াম

(৬) যাকাতের মাসায়েল

(৭) কিতাবুস্‌ সালা আলান্‌ নাবী (সঃ)

(৮) কবরের বর্ণনা

(৯) জান্নাতের বর্ণনা

(১০) জাহান্নামের বর্ণনা

(১১) কিয়ামতের আলামত

(১২) কিয়ামতের বর্ণনা

(১)ত্বালাকের মাসায়েল (প্রকাশের অপেক্ষায়)